৭৮৬/৯২

বইঃ-- ইমাম আবু হানীফা رحمة الله عليه পরিচিতি

Pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিবেশনায়
তাজেদারে মদীনা সোসাইটি
www.syedmostafasakib.blogspot.com

লেখকঃ- মুফতীয়ে আযম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম সামদানী রেজভী
পশ্চিম বঙ্গ

৭৮৬
৯২

মুসনাদে ইমাম আ'যম
ও
মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা

ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত ৫২৩ হাদীস

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সংকলক
আল্লামা আবিদ সিন্ধী আনসারী

—ঃ অনুবাদক ঃ—
মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

MUSNADE IMAM AZAM
@
MUSNADE ABU HANIFA
(BENGALI)

Translator : Mufti Azam Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304

—ঃ প্রকাশনায় ঃ—

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

ইসলামপুর কলেজ রোল, ইসলামপুর,

জেলা – মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ,ভারত,

পিন – ৭৪২৩০৪

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রথম প্রকাশ — ০১,১০, ২০১৩

দ্বিতীয় প্রকাশ — ০১,১০, ২০১৭

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

(ALL RIGHT RESERVED BY THE WRITER)

আমার সামান্য কলমী কাজ

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ ! তোমার দরবারে যথাযত শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার মতো আমার ভাষা নাই যে, তুমি আমার মতো একজন অযোগ্যকে কেবল রহমাতুল্লীল আ'লামীন রসুলুল্লাহর অসীলায় কিছু কলমী কাজ করিবার তৌফীক দান করিয়াছো । যাহা আমার স্বপ্নে ছিলনা তাহা তুমি বাস্তব করিয়া দিয়াছো । তাই ভাষাহীন ভাবে কেবল দুই কথায় তোমার প্রসংশা জ্ঞাপন করিতেছি- আল হামদু লিল্লাহ, সুম্মাল হামদু লিল্লাহ ! ১৯৭৮ সাল থেকে আমার কলমের কাজ আরম্ভ হইয়াছে ।

প্রকাশিত বেশ কিছু বিজ্ঞাপন

(১) **'সুন্নাতে নবুবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ'**। এই বিজ্ঞাপনটি হইল আমার জীবনের প্রথম কলমী কাজ। বিজ্ঞাপনটি ছিল খুব বড় আকারে দুই পৃষ্ঠায় লেখা । ছোট আকারে আনিলে একটি পুস্তিকা হইয়া যাইবে । মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের এক গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী সাহেবের একটি বিজ্ঞাপনের খণ্ডনে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়া ছিলাম । মৌলবী সাহেবের বিজ্ঞাপনে 'আট রাকয়াত তারাবীহ সুন্নাত ও কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ ভিত্তিহীন' বলা হইয়া ছিল । আমার বিজ্ঞাপনে কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ প্রমান করা হইয়াছে ।

(২) **'শেষ সমাধি'** এই বিজ্ঞাপনটি হইল আমার জীবনের দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন । এই বিজ্ঞাপনে আটখানা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া প্রমান করিয়া ছিলাম যে, কবরে মুর্দাকে সম্পুর্ন কাইত করতঃ শোয়ানো সুন্নাত ।

(৩) **'অপ - প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না'** । দেওবন্দীদের একটি বিজ্ঞাপনের জবাবে এই বিজ্ঞাপনটি লেখা হইয়া ছিল।

(৪) **'আমি চ্যালেন্জ করিতেছি, দেওবন্দী - তাবলিগীরা ওহাবী'** ।

(৫) **'কানুন মুতাবিক হউক'** । দেওবন্দীদের সহিত বাহাসের দিন ধার্য হইলে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রশাসনের পারমিশান করিতে বলা হইয়া ছিল ।

(৬) **'হক্ক ও বাতিলের লড়াই'** । বিজ্ঞাপনটি ছিল ফুরফুরা পন্থী ও দেওবন্দীদের সহিত আমার বাহাসের বিজ্ঞাপন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

(৭) **'সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি'** । ইহাতে বাহাস কমিটিকে নিরপেক্ষ হইতে বলা হইয়া ছিলো ।

(৮) **'অপচার বন্ধ করুন'** । দেওবন্দীদের একটি বিজ্ঞাপনের জবাবে বলা হইয়াছে ।

(৯) **'চলুন মুনাজারাতে যাই'** । মুর্শিদাবাদের কাপাশ ডাঙ্গায় দেওবন্দীদের সহিত মোনাজারার দিন ধার্য হইলে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছিলাম ।

(১০) **'বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল'** এই বিজ্ঞাপনে মুর্শিদাবাদের কাশিম নগরে দেওবন্দীদের সহিত আমার যে মুনাজারাহ হইয়া ছিল সেই মুনাজারার ফলাফল প্রকাশ করা হইয়া ছিল ।

(১১) **'দেওবন্দী বিশ্বাস ঘাতকদের চিনে নিন'** কাশিমনগর বাহাসে কয়েক হাজার মানুষের সামনে দেওবন্দীদের শোচনীয় পরাজয় হওয়া সত্তেও তাহারা একটি ভুয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছিল । এই বিজ্ঞাপনটি হইল সেই বিজ্ঞাপনের জবাব ।

(১২) **'এক সঙ্গে তিন তালাক'** । একবার সমস্ত সংবাদ পত্রে কোর্টের সরকারী রায় প্রকাশ হইয়া ছিল যে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে গ্রাহ্য হইবে না । এই বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে তিন তালাক প্রমান করা হইয়া ছিল ।

(১৩) **'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ'** । এই বিজ্ঞাপনে একটি দুয়া পাঠ করিবার কথা বলা হইয়া ছিল ।

(১৪) **'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'** এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনা করা হইয়া ছিল ।

(১৫) **'জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকা'** ।

(১৬) **'এক দিনের চুড়ান্ত মুনাজারা'** ।

(১৭) **'ফুরফুরাবীদের ধারনায় তাবলিগী জামায়াত'** ।

(১৮) **' কবরে সিজদাহ করা কি জায়েজ ?'** দেওবন্দী-তাবলিগী ও ফুরফুরা পন্থীরা বলিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা কবর সিজদাহ জায়েজ বলিয়া থাকে । এই বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে, বেরেলবীদের কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে ইহা প্রমান করিতে পারিলে তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া হইবে ।

(১৯) **'রেডিও সংবাদে ঈদ হারাম'** ।

(২০) **'আল্লাহর আশ্চর্য ফিরিশতা'** এই বিজ্ঞাপনে দেখানো হইয়াছে যে,

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দেওবন্দীরা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবীকে 'আরওয়াহে সালাসা' কিতাবের ২৪০ পৃষ্ঠায় ফিরিশতা বলিয়াছে অথচ ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকে ।

(২১) **'মল্লিকপুরের মুনাজারা'** । এই বিজ্ঞাপনে মুফতী মতীউর রহমান রেজবী সাহেব কিবলার কাছে তাহের গয়াবীর পরাজয়ের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।

(২২) **'বগুড়ার পীর মুজাদ্দিদ নহেন'** এইগুলি ছাড়াও আরো কিছু বিজ্ঞাপনের নাম দেওয়া সম্ভব হইল না ।

প্রকাশিত পুস্তক ও পুস্তিকা

(১) **'মুসনাদে ইমাম আ'যম'** । এই কিতাব খানার মধ্যে রহিয়াছে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠা । ইহাতে পাওয়া যাইবে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্নিত পাঁচশত তেইশটি হাদীসের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ।

(২) **'আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ'** । লন্ডন থেকে আহাদ মিয়া নামে এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, আমাদের এখানে আশরাফ আলী থানুবীর খুতবাহ অনেক মসজিদে পড়া হইতেছে । আপনি দয়া করিয়া একটি খুতবাহ লিখিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইতাম । এই আবেদন অনুযায়ী খুতবাহটি লিখিয়া লন্ডনে পাঠানো হইয়াছে । কিতাব খানার মধ্যে অনুবাদসহ চৌত্রিশটি খুতবাহ রহিয়াছে। খুতবাহটির বৈশিষ্ট হইল যে, কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে আহলে সুন্নাতের মসলা মাসায়েল গুলি প্রমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খুতবাহটি দেড়শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

(৩) **'তাবলিগী জামায়াতের অবদান !'** । কিতাব খানা প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার মত। এই কিতাব খানার মধ্যে দেখানো হইয়াছে তাবলিগী জামায়াতের বাস্তব অবস্থাগুলি যে, তাহারা প্রায় একশত বছর থেকে নামাজের দাওয়াত দিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু একটি গ্রামের সমস্ত মানুষকে নামাজী বানাইতে পারে নাই কিন্তু শত শত গ্রাম ও এলাকা থেকে মীলাদ কিয়াম ইত্যাদির ন্যায় মুস্তাহাব কাজগুলি খতম করিয়া দিয়াছে।

(৪) **'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'** । এই পুস্তকটির মধ্যে রহিয়াছে প্রায় একশত চল্লিশ পৃষ্ঠা । ইহার মধ্যে দেখানো হইয়াছে দেওবন্দীদের কিতাবের আলোকে তাবলিগী জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য কি! পুস্তকটি প্রায় কুড়ি বারের বেশি ছাপানো হইয়াছে ।

(৬) **'সুন্নী নামাজ শিক্ষা'** । ইহার মধ্যে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা রহিয়াছে । এই নামাজ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

শিক্ষার বৈশিষ্ট হইল প্রায় সমস্ত মসলার স্বপক্ষে দুই একটি করিয়া হাদীস দেখানো হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মসলা মাসায়েল বেশি রহিয়াছে ।

(৭) **'সহী নামাজ শিক্ষা'** । এই নামাজ শিক্ষার মধ্যে প্রায় তিরিশটি সূরাহ ও দুয়া দরুদ বেশি রহিয়াছে ।

(৮) **'মক্কা ও মদীনার মুসাফির'** । ইহা হইল হজের গাইড বুক । এক মাত্র হানাফী মাযহাব অবলম্বীদের জন্য এই পুস্তক খানা লেখা । বইটির মধ্যে এক শত সত্তর পৃষ্ঠা রহিয়াছে।

(৯) **'সেই মহা নায়ক কে ?'** কিতাব খানার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সুন্নী আলেমদের অবদান দেখানো হইয়াছে। বইটি প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ।

(১০) **'কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত'** । ইহা হইল হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত হজরত হাবিবুর রহমান কটকীর জীবনী । হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনী পাঠ করিলে মানুষ সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ! বলিতে বাধ্য হইয়া যাইবে । বইটি প্রায় পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

(১১) **'মোসনাদে আবু হানীফা'** । ইহার মধ্যে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্নিত একশত চারটি হাদীস রহিয়াছে , অনুবাদসহ । এমন ষোলটি হাদীস রহিয়াছে যেগুলি ইমাম আবু হানীফা সরাসরি সাহাবায় কিরাম দিগের নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন । চল্লিশটি সুনায়ী হাদীস রহিয়াছে । সুনায়ী হাদীস বলা হয় যে হাদীসগুলির প্রথম বর্ননা কারী ও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাঝখানে মাত্র দুইজন বর্ননাকারী থাকেন । চল্লিশটি হাদীস রহিয়াছে সুলাসী । সুলাসী হাদীস বলা হয়, যে হাদীসের প্রথম বর্ননা কারী ও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাঝখানে মাত্র তিনজন বর্ননাকারী থাকেন ।

(১২) **'দোয়ায় মোস্তফা'** । ইহা একটি দোয়ার কিতাব । কিতাব খানা প্রায় একশত পৃষ্ঠার মত । বাজারে বইটির ব্যাপক চাহিদা ।

(১৩) **'ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী'** । ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমার জীবনের উপরে বাংলা ভাষায় এই পুস্তকটি হইল প্রথম পুস্তক। পুস্তকটির মধ্যে প্রায় একশত পৃষ্ঠা রহিয়াছে ।

(১৪) **'এশিয়া মহাদেশের ইমাম'** । ইহা ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন বেরেলবীর জীবনের উপরে প্রশ্নোত্তরে লেখা । বইটির মধ্যে সত্তর পৃষ্ঠা রহিয়াছে ।

(১৫) **'ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী'**। এই বইটির মধ্যে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দুইজনের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার উপরে আলোক পাত করতঃ দেখানো হইয়াছে যে, কে কেমন মানুষ ছিলেন ।

(১৬) **'বালাকোটে কাল্পনিক কবর'** । ইহর মধ্যে দেখানো হইয়াছে যে, সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর কবর বলিয়া কিছুই নাই । আফগানী মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায় যৌথভাবে আক্রমন করতঃ ইহাদের দেহ গুলি টুকরা টুকরা করত উধাও করিয়া দিয়াছেন ।

(১৭) **'দাফনের পূর্বাপর'** । ইহার মধ্যে দাফনের অগ্রপশ্চাতের কাজ সম্পর্কে জরুরী মসলা মাসায়েল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । পুস্তকটি পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ।

(১৮) **'দাফনের পরে'** । পুস্তকটির মধ্যে দাফনের পরে কবরের নিকট আজান দেওয়া ও তালকীন করা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে দলীল ভিত্তিক মসলা মাসায়েল লেখা হইয়াছে। পুস্তকটির মধ্যে পঞ্চাশের বেশি পৃষ্ঠা রহিয়াছে ।

(১৯) **'নফল ও নিয়াত'** । পুস্তকটি প্রায় পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । বইটির মধ্যে সমস্ত নফল নামাজের নিয়াত ও ফজীলাতের বিবরন দেওয়ার সাথে সাথে আরো অনেক জরুরী বিষয় রহিয়াছে ।

(২০) **'মাসায়েলে কুরবানী'** । বইটির মধ্যে কোরবানীর জরুরী মসলা মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(২১) **'সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ'** এই বইটির মধ্যে তিনটি পুস্তিকা রহিয়াছে - ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ, ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ ও মৌদুদী প্রসঙ্গ । বইটি প্রায় একশত পৃষ্ঠার মত ।

(২২) **'হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম'** । এই পুস্তিকাটির মধ্যে মাযহাব সম্পর্কে কিছু জরুরী বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে । ইহা একখানা কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

(২৩) **'তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস সালাম'**। এই পুস্তিকাটির মধ্যে দরুদ ও সালাম সম্পর্কে খাসায়েসে কোবরা থেকে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে । পুস্তিকাটি কুড়ি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ।

(২৪) **'বালাকোট খন্ডনে এক কলম'** । এই বইটি প্রায় একশত পৃষ্ঠার মতো। বইটি হইল ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরলবীর প্রতি দেওবন্দীদের দেওয়া অপবাদ গুলির দাঁত ভাঙ্গা জবাব ।

(২৫) **'বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ'** । এই বইটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

বইটির মধ্যে কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে প্রমান করা হইয়াছে যে, আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা জায়েজ হইবে না ।

(২৬) **'জান্নাতী জেওয়র'** এর বঙ্গানুবাদ । ইহা আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'যমীর লেখা । কিতাব খানা সুন্নী মহিলাদের জন্য এক অদ্বিতীয় কিতাব । ইহা একটি মোটা কিতাব ।

(২৭) **'আনওয়ারে শরীয়াত'** এর বঙ্গানুবাদ। লেখক মুফতী জালালুদ্দীন আমজাদী আলাইহির রহমাহ । কিতাব খানা হইল প্রশ্নোত্তরে নামাজ রোজা থেকে আরম্ভ করিয়া ইসলামের বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপরে লেখা । কিতাবটির মধ্যে প্রায় একশত তিরিশ পৃষ্ঠা রহিয়াছে ।

(২৮) **'আল মিসবাহুল জাদীদ'** এর বঙ্গানুবাদ । কিতাব খানা হাফিজে মিল্লাত আল্লামা আব্দুল আজীজ আলাইহির রহমার লেখা । কিতাবটির মধ্যে দেওবন্দীদের আকীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । ইহা চল্লিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

(২৯) **'কাশফুল হিজাব'** এর বঙ্গানুবাদ । কিতাব খানা সাদরূল আফাজিল আল্লামা সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর লেখা । কিতাবটির মধ্যে মীলাদ কিয়ামের অকাট্ট উক্তি ও যুক্তি পেশ করিয়াছেন । কিতাব খানা প্রায় ষাট পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

(৩০) **'শয়তানের সেনাপতি'** । এই পুস্তিকাটির মধ্যে এক দেওবন্দী মৌলবীর সুন্নীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হইয়াছে । কিতাব খানা প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ।

(৩১) **'আঁইনুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা'** । এই পুস্তিকাটির মধ্যে ফুরফুরা পন্থী মৌলবী সাহেবের অপপ্রচারের জবাব লেখা হইয়াছে ।

(৩২) **'কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ - কানযুল ঈমান'** । ইহার মধ্যে প্রায় পনেরোটি অনুবাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' হইল নিখুঁত ।

(৩৩) 'নিয়াত নামা' । এই পুস্তিকাটির মধ্যে দলীল সহ সমস্ত নামাজের নিয়াত ও বাংলা উচ্চারণ রহিয়াছে ।

(৩৪) 'চেপে রাখা ইতিহাসের উপর এক কলম' ।

(৩৫) 'নারীদের প্রতি এক কলম' ।

(৩৬) 'বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা' ।

(৩৭) 'নকল 'পরশমনি' হইতে সাবধান' । ইহা একখানা পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বই ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

(৩৮) 'আবুল কাসেমই লা মাযহাবী - কুড়ি রাকয়াতই তারাবীহ' । এই বইটির মধ্যে এক গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবীর ভিত্তিহীন দলীলগুলির খণ্ডন করা হইয়াছে ।

(৩৯) 'গোমরাহ জাকির নায়েক' ।

(৪০) 'ফায়যে রব্বানী তাফসীরে ছামদানী' । প্রথম খন্ড । ইহার আরো চারটি খণ্ড প্রস্তুত রহিয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডের কম্পোজের কাজ চলিতেছে । প্রত্যেক খণ্ডে থাকিবে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠা ।

(৪১) 'কানযুল ঈমান' এর অনুবাদ । আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী কোরয়ান পাকের যে অনুবাদ করিয়াছেন, সেই অনুবাদটির নাম হইল 'কানযুল ঈমান' । বাংলাদেশ থেকে 'কানযুল ঈমান' এর অনুবাদ হইয়া গিয়াছে । তবুও মুম্বাই রেজা এ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে মুফতী মুখতার আহমাদ সাহেব কিবলার মাধ্যমে আমাকে বলা হইয়া ছিল যে, আমরা ইন্ডিয়া থেকে আপনার কলমে 'কানযুল ঈমান' এর অনুবাদ চাহিতেছি । আলহামদু লিল্লাহ, আমি খুব সাবধানতার সহিত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর সময় ব্যায় করতঃ 'কানযুল ঈমান' এর অনুবাদ করিয়া দিয়াছি । ইনশাল্লাহ; যথা সময়ে সবার সামনে চলিয়া আসিবে ।

(৪২) 'ফাতাওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল' প্রথম খণ্ড। ইহার মধ্যে পাইবেন এক হাজারের অধিক প্রশ্নের জবাব । আপনারও কোন প্রশ্নের জবাব থাকিতে পারে ।

(৪৩) 'ইসলামে তালাক বিধান' (৪৪) 'ওহাবীদের ইতিহাস'

প্রকাশিত কয়েকখানা পত্রিকা

(১) 'ইমাম আহমাদ রেজা' । এই প্রত্রিকাটি প্রকাশ করা হয় ১৯৮৯ সালে । পরপর ছয়টি সংখ্যা বাহির করা হইয়াছে। পত্রিকাটি বাহির করিবার উদ্দেশ্য ছিল দেওবন্দীদের বিভ্রান্তিকর উক্তি গুলির জবাব দেওয়া ।

(২) 'সুন্নী কলম' । এই পত্রিকাটি ২০০৩ সালে প্রকাশ করা হয় । পরপর তিনটি সংখ্যা বাহির করা হইয়াছে ।

(৩) 'সুন্নী জাগরণ' । এই পত্রিকাটি বর্তমানে নিয়মিত বাহির করা হইতেছে । মানুষের ব্যাপক চাহিদা । পত্রিকার একটি বিশেষ অংশ হইল ফাতাওয়া বিভাগ । ইহার মধ্যে প্রশ্নকারীর নামসহ প্রশ্নের জবাব । এই পত্রিকাটি সবাই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

যেগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে

(১) **'ফাতাওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল'** দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড। ২০০৬ সালের জুন মাস থেকে আমি মানুষের প্রশ্ন ও আমার জবাব এর নকল নিতে আরম্ভ করিয়াছি । প্রায় কয়েক হাজার প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । অল্প দিনের মধ্যে বাকী খন্ড গুলি প্রকাশ হইতে চলিয়াছে । এই কিতাবটির মধ্যে থাকিবে কয়েক হাজার প্রশ্নের জবাব ।

(২) **'তাফসীরে নুরুল কোরয়ান'** । ইহা হইল ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর **'কানযুল ঈমান'** এর সাইড তাফসীর। আল হামদুলিল্লাহ ! ইহার অক্ষর বিন্যাসের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে ।

(৩) **'বর্যাখী জীবন বা কবরের অবস্থা'** । কিতাবটির মধ্যে বহু হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে । কিতাব খানা প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মত ।

(৪) **'হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ'** । এই নামাজ শিক্ষাটির মধ্যে প্রায় প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে ডজনাধিক করিয়া হাদীস দেখানো হইয়াছে ।

(৫) **'সুন্নীয়াতের আলামত'** । এই কিতাব খানার মধ্যে দলীলের ভিত্তিতে সেই সমস্ত মসলাগুলি আলোচনা করা হইয়াছে যেগুলি বর্তমানে সুন্নীদের আলামত হইয়া গিয়াছে।

(৬) **'হাদীসের আলোকে জবাব'** । ইহার মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে হাদীস থাকিবে ।

(৭) **'সুন্নী তা'বীজাত'** । আমার কন্যার আবেদনে এই কিতাবখানা লেখা । শিক্ষিত মহিলাগন আমল করিলে এই কিতাব থেকে হাজার হাজার মানুষকে সেবা করিতে পারিবে।

(৮) **'ফতওয়ায় রেজবীয়ার আলোকে জবাব'** । এই কিতাবখানার মধ্যে কয়েক শত প্রশ্নের জবাব ফাতওয়ায় রেজবীয়া থেকে দেওয়া হইয়াছে ।

(৯) **'কাসীদায়ে বোরদা শরীফ'** এর ফজীলত ।

(১০) 'জিন্নাতের উপদ্রব থেকে পরিত্রান' ।

(১১) 'নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন' ।

(১২) 'সুন্নী মুনতাখব হাদীস' ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ইমাম আবু হানীফার পরিচয়

নাম - নো'মান, ডাকনাম – আবু হানীফা, উপাধি - ইমাম আ'যম। পিতার নাম - সাবিত। দাদার নাম জ্যোত্বী। পরদাদার নাম - মুরযবান। ইমাম আবু হানীফার দাদা জ্যোত্বী ইসলাম গ্রহন করিবার পরে তাহার নাম রাখা হইয়াছিল নো'মান। হজরত সাবিত তাহার পিতার নাম অনুযায়ী পুত্র আবু হানীফার নাম রাখিয়া ছিলেন নো'মান। যেহেতু 'হানীফ' শব্দের অর্থ হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। কোরয়ান পাকের মধ্যে দ্বীন ইসলামকে দ্বীনে হানীফ বলা হইয়াছে। যেহেতু ইমাম সাহেব খোদা প্রদত্ত প্রতিভায় জগতবাসীর সামনে হক্ককে বাতিল থেকে - সত্যকে মিথ্যা থেকে পার্থক্য করিয়া দেখাইয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে আবু হানীফা বলা হইয়া থাকে। অন্যথায় তাঁহার সন্তানাদিদের মধ্যে কাহার নাম 'হানীফাহ' ছিলো না।

সব চাইতে সঠিক সূত্রানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা আশি (৮০) হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে দেড়শত হিজরীতে। তাঁহার ইন্তেকালের সন সম্পর্কে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

ইসলাম জগতের চতুর্থ খলীফা হজরত আলী মুর্তাজা রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত ইমাম আবু হানীফার খান্দানী সম্পর্ক ছিলো। তাঁহার দাদা জ্যোত্বী - নোমান একবার তাহাদের 'ন'রোয' বা পারস্যবাসীর ঈদের দিন 'ফালূদা' নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া হজরত আলীর দরবারে উপঢৌকন নিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন - আজ আমাদের ঈদের দিন। ফালূদা দেখিয়া ও 'ন'রোয' শুনিয়া শেরে খোদা হজরত আলী মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন - ন'রোযু না কুল্লা-ইয়াওমিন অর্থাৎ প্রতিদিন আমাদের ন'রোয হইয়া থাকে। এই ঘটনা থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, ইমাম আ'যম আবু হানীফার পূর্বপুরুষগন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেন।

ইমাম আবু হানীফার পিতা হজরত সাবিতকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার দাদা জ্যোত্বী হজরত আলী রাদী আনাহুর দরবারে হাযির হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন - আমার এই পুত্র সাবিতের জন্য দুয়া করিয়া দিন। তখন তিনি তাহার জন্য দুয়া করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন - আল্লাহ, এই সাবিতকে ও ইহার বংশধরকে বর্কাত দিয়া থাকেন। ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ ইবনো

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আবু হানীফা বলিয়াছেন - আমার দাদা (আবু হানীফা) আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। সাবিত তাহার পিতার সহিত হজরত আলীর দরবারে গিয়াছিলেন, যখন তিনি শিশু ছিলেন। হজরত আলী তাহার জন্য ও তাহার বংশধরদের জন্য দুয়া করিয়াছিলেন। ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ বলিতেন, আমরা ধারণা রাখিয়া থাকি যে, এই দুয়ার বর্কাতে আমার দাদাজান ইমাম আ'যম হইয়া গিয়াছেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁহার ফিকাহ চালু হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, যখন হজরত সাবিত হজরত আলীর দরবারে গিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ছিল দুই তিন বৎসর। আরো প্রকাশ থাকে যে, হজরত ইসমাঈলের এই বিবরণটি খতীবে বাগদাদী তাঁহার তারিখের মধ্যে লিখিয়াছেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার পিতা সাবিত এবং তাঁহার দাদা জ্যোত্বী - নো'মান; সবাই তাবেয়ী ছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় কোন মাযহাবী ইমামের মধ্যে পাওয়া যায় না। আল হামদু লিল্লাহ! 'তায়েবী' সেই সমস্ত ঈমানদারগনকে বলা হইয়া থাকে যাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনের মধ্যে কমপক্ষে একজনের সহিত সাক্ষাত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফার শিক্ষা জীবন

একদিন তিনি ইমাম শায়াবীর বাড়ীর নিকট থেকে বাজারে যাইতে ছিলেন। ইমাম শায়াবী তাঁহাকে একজন নও জোয়ান তালিবুল ইল্ম ধারণা করতঃ নিজের কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কোথায় যাইতেছো ? উত্তরে তিনি একজন সওদাগরের নাম বলিয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইমাম শায়াবী বলিয়াছেন - আমার উদ্দেশ্য ইহা জানা নয়, বরং জানিতে চাহিতেছি যে, তুমি কাহার নিকটে পড়াশোনা করিয়া থাকো? তিনি অত্যন্ত আফসোসের সহিত উত্তর দিয়াছেন - কাহারো কাছে নয়। ইমাম শায়াবী বলিয়াছেন - আমি তোমার মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে পাইতেছি। তুমি উলামাদের কাছে বসা আরম্ভ করিয়া দাও। এই উপদেশ তাঁহার দিলের দুনিয়াকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া ইল্ম হাসেল করিবার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এই ইমাম শায়াবী ছিলেন এক মহা সৌভাগ্যবান

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ব্যক্তি। কারণ, তিনি পাঁচশত সাহাবায় কিরামের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাই নয়, আরো প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শায়াবী ছিলেন কূফার সুবিখ্যাত ইমাম। ইনি ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শায়েখ ছিলেন।

হজরত হাম্মাদের শাগরেদী

ইমাম আবু হানীফার যুগে বহু প্রকারের ইল্মের চর্চা ছিলো। অনুরূপ অনেক বাতিল ফিরকা মাথা চাঁড়া দিয়াছিলো। এইজন্য তিনি সর্ব প্রথম ঈমানকে হিফাজত করিবার উদ্দেশ্যে ইল্মে কালাম বা আক্বায়েদ বিদ্যার দিকে ধ্যান দিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইল্মে ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন।

এই যুগে কূফার বিখ্যাত ইমাম ছিলেন হজরত হাম্মাদ। হজরত হাম্মাদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের বিশেষ খাদেম হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করিয়া ছিলেন এবং বড় বড় তাবেঈনদের সহিত সাক্ষাত করতঃ তাহাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করিয়াছেন। এই যুগে কূফাতে হজরত হাম্মাদের মাদ্রাসা ছিলো সবচাইতে বড়। হজরত ইমাম আবু হানীফা হজরত হাম্মাদের প্রথম সারির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া হজরত হাম্মাদ ইমাম সাহেবকে নিজের সামনে খুব কাছাকাছি বসাইয়া বলিয়াছিলেন আবু হানীফা সবার সামনে বসিবে। ইমাম সাহেব হজরত হাম্মাদের দরসে দুই বৎসর বসিয়া ছিলেন। একবার হাম্মাদ বিশেষ প্রয়োজনে বাসরায় গিয়াছিলেন, দুই মাস পরে ফিরিয়া ছিলেন। এই দুইমাস ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদের স্থানে বসিয়া ইল্মে ফিকহার দর্‌স দিয়া ছিলেন। একশত কুড়ি হিজরীতে হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের পর ইমাম সাহেব আরো অনেক বড় বড় ফকীহদের সঙ্গলাভে ইল্মে ফিকাহার শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন কিন্তু হজরত হাম্মাদই ছিলেন তাঁহার প্রধান গুরু।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা সমুদ্র ছিলেন। কিন্তু ফকীহ হইবার জন্য মুহাদ্দিস হইবার একান্ত প্রয়োজন। ইমাম সাহেবের যুগে সমস্ত মুসলিম

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দেশে ইল্মে হাদীসের বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়া ছিলো। প্রায় দশ হাজার সাহাবা সমস্ত মুসলিম দেশে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। যেখানে কোন সাহাবার নাম শুনিতে পাওয়া যাইতো সেখানে চারিদিক দিয়া মানুষের স্রোত বহিয়া যাইতো যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র জীবনী শুনিবো এবং শরীয়তের বিধানাবলী যাঁচাই করিবো। প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শহরে অধিক সংখ্যায় সাহাবাগন ও তাবেঈনগন থাকিতেন সেই শহরগুলিকে 'দারুল উলূম' বলা হইতো। এইরূপ শহর ছিল মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, ইয়ামান, বাসরা ও কুফা ছিল বেশি প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু হানীফা হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশে সফর করিয়াছিলেন।

কূফা ও বাসরা শহর

ইমাম আবু হানীফার জন্মস্থান হইল কূফা। এই শহরে এক হাজার পঞ্চাশ জন সাহাবা বসবাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে এমন চব্বিশজন বুজর্গ সাহাবা ছিলেন যাহারা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গী হইয়া বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহন কারী। এই শহরের নাম দেওয়া হইয়া ছিল 'কানযুল ঈমান' (ঈমানের ভাণ্ডার), 'জুমজুমাতুল আরব' (আরবের মাথা) ইত্যাদি। বহু সাহাবার বসবাসের কারণে এই শহরে হাদীসের সমুদ্র বহিয়া গিয়াছিল। এই কারণে কূফা শহরের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীই ছিল হাদীস শিক্ষার মাদ্রাসা। যাহার কারণে ইমাম আবু হানীফা হাদীস সংগ্রহ করিবার ব্যাপক সুযোগ পাইয়া ছিলেন। বলা হইয়াছে, কূফা শহরে এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না ইমাম আবু হানীফা যাহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন না। অনুরূপ কূফার পাশেই হইল বাসরা শহর। এখানেও ইল্মে হাদীসের চর্চা প্রায় কূফার মতই ব্যাপক ছিলো। বড় বড় শায়খুল মাশায়েখ এই শহরে বসবাস করিতেন। ইমাম আবু হানীফা তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহন করিয়াছেন।

হারামাইন শরীফের শফর

ইল্মে হাদীসের সবচাইতে বড় মারকায হইল মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারা। কারণ, এই দুই পবিত্র স্থান ছিল হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সাল্লামের জীবনের শুরু ও শেষ। ইমাম আবু হানীফা যদিও নাকি নিজের দেশ থেকে হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, তথাপিও তিনি সেখানে ক্ষান্ত না হইয়া ইল্মে হাদীসের পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য হারামাইন শরীফাইনের সফর করিয়া ছিলেন। যদিও তিনি তালিবুল ইল্ম হইয়া হারামাইন শরীফাইন পৌঁছিয়া ছিলেন কিন্তু সেখানে বড় বড় শায়েখগন তাঁহাকে অত্যন্ত আদব ও সম্মান করিতেন। বড় বড় শায়েখ তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং নিজেদের মজলিসে সম্মুখে বসাইতেন। ইমাম সাহেবও হাদীস সংগ্রহে কাহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিতে সামান্যতম লজ্জা বোধ করিতেন না। পরবর্তী কালে তিনি ইরাকের সুবিখ্যাত শায়েখ হইয়া হারামাইন শরীফাইনের সফর করিয়াছিলেন।

ইমাম বাকিরের সহিত সাক্ষাত

ইমাম আবু হানীফার খোদা প্রদত্ত প্রতিভার প্রতি অনেকের হিংসা ছিলো। কিছু হিংসুক মানুষ তাঁহার সম্পর্কে রটাইয়া দিয়া ছিলো যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীস থাকা সত্ত্বেও নিজের কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ গুজব পৌঁছিয়া গিয়াছিলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আওলাদ হজরত ইমাম বাকির রাদী আল্লাহু আনহুর কানে। যখন ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয়বারে মদীনা শরীফে পৌঁছিয়া ছিলেন, তখন তিনি হজরত ইমাম বাকিরের খিদমাতে উপস্থিত হইলে কেহ দেখাইয়া দিয়াছিলো - এই সেই ইমাম আবু হানীফা! ইমাম বাকির বলিয়াছিলেন - আবু হানীফা! তুমি কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া আমার দাদার হাদীসের বিরোধীতা করিয়া থাকো? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অতি আদবের সহিত বলিয়াছেন - নাউজু বিল্লাহ! হাদীসের বিরোধীতা কে করিতে পারে? হুজুর! দয়া করিয়া বসিলে আমি কিছু বলিবো। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - পুরুষ দুর্বল অথবা মহিলা? ইমাম বাকির - মহিলা দুর্বল। ইমাম আবু হানীফা - উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পদের অংশ পুরুষের বেশি, না মহিলার? ইমাম বাকির - পুরুষের বেশি, ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - আমার দাদার শরীয়তের কথা। ইমাম আবু হানীফা - যদি আমি অনুমানের পিছনে চলিতাম, তাহা হইলে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আমি বলিতাম যে, মহিলার অংশ বেশি দেওয়া উচিত। কারণ, সে হইল দুর্বল। অনুমান ইহাই বলিয়া থাকে যে, দুর্বল স্ববল অপেক্ষা বেশি পাইবে। কিন্তু আমি তো তাহা বলি নাই।

ইমাম আবু হানীফা আবার বলিয়াছেন - নামাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, না রোজা? ইমাম বাকির - নামাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু হানীফা - ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - আমার দাদার শরীয়তের কথা। ইমাম আবু হানীফা - মহিলাদের মাসিকের অবস্থায় নামাজ ও রোজা কাজা হইয়া গেলে কি করিতে হইবে? ইমাম বাকির - রোজার কাজা করিতে হইবে। নামাজের কাজা আদায় করিতে হইবে না। ইমাম আবু হানীফা - কিয়াস তো ইহাই বলিতেছে যে, নামাজের কাজা আদায় করা উচিত, রোজার নয়। কিন্তু আমি তো তাহা বলি না। বরং আমি রোজার কাজা আদায় করিবার ফতওয়া প্রদান করিয়া থাকি।

ইমাম আবু হানীফা আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - পেশাব বেশি নাপাক, না বীর্য? ইমাম বাকির - পেশাব বেশি নাপাক। ইমাম আবু হানীফা - ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - ইহা হইল আমার দাদাজানের শরীয়ত। এইবার বলুন - একজনের বীর্যপাত হইয়াছে এবং একজন পেশাব করিয়াছে। দুই জনের প্রতি শরীয়তের নির্দেশ কী? ইমাম বাকির - যাহার বীর্যপাত হইয়াছে তাহাকে গোসল করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি পেশাব করিয়াছে তাহার অজু করিতে হইবে। ইমাম আবু হানীফা - কিয়াস তো এই কথা বলিয়া থাকে যে, পেশাব করিলে গোসল করিবার প্রয়োজন হইবে এবং বীর্যপাত হইলে অজু যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আমি তাহাতো বলি না, বরং আমি বীর্যপাতের পর গোসলের প্রয়োজন হইবার ফতওয়া দিয়া থাকি। ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে সরাসরি তাহার বক্তব্য শ্রবন করিয়া ইমাম বাকির যাহার পর নয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজে দাঁড়াইয়া ইমাম আবু হানীফাকে তুলিয়া নিয়া বুকে ধরিয়া কপালে চুম্বন দিয়াছেন। আজ থেকে ইমামের প্রতি ইমামের ধারণা হইয়া গিয়াছে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। (উকূদুল জাম্মান ও সীরাতুন নো'মান)

ইজতেহাদী প্রতিভা

ইমাম আবু হানীফা তালেবুল ইল্মের যুগ থেকেই ইজতেহাদ করিবার

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

খোদা প্রদত্ত প্রতিভা পাইয়া ছিলেন। 'ইজতেহাদ' বলা হইয়া থাকে - কুরয়ান ও হাদীসে সরাসরি যাহা পাওয়া যায় না এইরূপ বিষয়কে কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে গবেষণা করতঃ ফায়সালা করা। যেমন একদা শিক্ষা জীবনে ইমাম আবু হানীফা তাঁহার উস্তাদ হজরত হাম্মাদের সহিত চলিতেছিলেন। এই অবস্থায় মাগরিবের সময় আসিয়া গিয়াছিল। অজু করিবার জন্য পানির সন্ধান করিয়াও পানি পাইয়া ছিলেন না। হজরত হাম্মাদ তাইয়াম্মুম করিবার ফতওয়া দিয়াছিলেন। ইমাম আবু হানীফা ইহার বিরোধীতা করিয়া ছিলেন যে, শেষ সময় পর্যন্ত পানির জন্য অপেক্ষা করা উচিত। ঘটনাক্রমে কিছু দূর যাইবার পরে পানি পাওয়া গিয়াছিলো। অতঃপর সবাই অজু করতঃ নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। ইহা হইল তাঁহার শিক্ষা জীবনে ইজতেহাদী প্রতিভার সামান্যতম দৃষ্টান্ত।

যদিও হজরত হাম্মাদের হায়াতে থাকাবস্থায় তিনি পূর্ণ প্রতিভা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবুও কিন্তু কোনো সময়ে তিনি তাঁহার মহা পণ্ডিত উস্তাদ হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে শাগরিদানা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ছিলেন না। হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের সময়ে তাঁহার বয়স ছিলো চল্লিশ বৎসর। তিনি সারা জীবন উস্তাদের স্মরন ও সম্মান করিয়াছেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত হাম্মাদের জীবদ্দশায় আমি কোন দিন তাহার বাড়ির দিকে পা লম্বা করি নাই। হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের পরে সমস্ত বুজর্গদের সর্ব সম্মতিতে ইমাম আবু হানীফা আপন উস্তাদের মসনদে বসিয়া ফতওয়া প্রদানের কাজ করিয়াছেন। কূফার অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সবাই তাঁহার শিক্ষাস্থলে আসিয়া গিয়াছিলেন। এমনকি ইমাম আবু হানীফার বড় বড় উস্তাদগন পর্যন্ত তাঁহার নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন এবং তাঁহার নিকট থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অন্যদের প্রেরণা প্রদান করিতেন। স্পেন ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন মুসলিম দেশ ছিলো না যে, সেখান থেকে আসিয়া ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহন করেন নাই। যাহারা তাঁহার দরবারে আসিতেন তাহারা কেবল তালেবুল ইল্ম ছিলেন এমন কথা নয়, বরং বড় বড় শায়খুল মাশায়েখগনও তাঁহার দরসে বসা নিজেদের জন্য গৌরব মনে করিতেন। যেমন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারককে সেই যুগে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হইতো, অনুরূপ ইয়াহইয়া ইবনো সাঈদুল কাত্তানকে সেই যুগে হাদীস

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

শাস্ত্রে সনদ যাঁচাইয়ের ইমাম বলিয়া মানা হইতো, ইয়াযিদ ইবনো হারুণ যিনি ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বালের উস্তাদ ছিলেন প্রমুখ মহান ব্যক্তিগন ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে বৎসরের পর বৎসর হাদীস অধ্যায়ন করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা যদি হাদীস শাস্ত্রে মা'মূলী মানুষ হইতেন, তবে তাঁহার কাছে এই সমস্ত মহাপণ্ডিতের দল দিনের পর দিন ভীড় করিতেন না, আমীরুল মু'মিনীন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক বলিতেন - যদি আল্লাহ আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে আমাকে সাহায্য না করিতেন, তবে আমি একজন মা'মূলী মানুষ হইয়া থাকিতাম। ইহা থেকে উলামায় কিরাম স্পষ্ট করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা কেবল ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন না, বরং তিনি হাদীস শাস্ত্রে ছিলেন হাফিজুল হাদীস। সেই যুগে কাজী আবু ইউসুফকে 'হাফিজুল হাদীস' আবার 'সাহিবুল হাদীস' বলা হইতো। তিনি বলিয়াছেন - আমরা ইমাম আবু হানীফার নিকটে বিভিন্ন মাসায়ালাতে বাহাস করিতাম। যখন তাঁহার শেষ রায় পাইয়া যাইতাম, তখন আমি তাঁহার দরবার ত্যাগ করতঃ কূফার মুহাদ্দিসগনের কাছে চলিয়া যাইতাম এবং ইমাম আবু হানীফার ফতওয়ার স্বপক্ষে হাদীস জিজ্ঞাসা করতঃ বহু হাদীস নিয়া পুনরায় আবু হানীফার দরবারে উপস্থিত হইতাম। অতঃপর তিনি সেই হাদীসগুলির মধ্যে একাংশ কবূল করিতেন এবং একাংশ সম্পর্কে 'সহী' নয় বলিয়া ত্যাগ করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতাম - আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, এই হাদীসগুলি সহী নয় ? তিনি বলিতেন - কূফাতে যে ইল্ম রহিয়াছে আমি হইলাম তাহার আলেম। (উকূদুল জাম্মান ও সীরাতুন্ নোমান)

ফিকাহ শাস্ত্র

তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ইসলামের শুরু থেকে রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলি সতন্ত্র বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হইয়া ছিলো না। 'ফিকাহ' শব্দ ও ইল্মে ফিকাহ সম্পর্কে কুরয়ান ও হাদীসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ইল্মে ফিকাহ একটি সতন্ত্র বিষয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদের দ্বারায় যে বিষয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে সেই বিষয়ের বাণী বা প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে। যেহেতু ইমাম আবু হানীফার দ্বারায় ইল্মে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ফিকাহ নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই কারণে সারা দুনিয়া তাঁহাকে ইল্মে ফিকহার বাণী বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে ইল্মে ফিক্হার পুরাপুরি প্রচলন হইয়া ছিলো না। হুজূর পাক যেমন অজু করিতেন, সাহবায় কিরাম তাঁহাকে দেখিয়া তেমনই অজু করিতেন। অজুর মধ্যে কতগুলি ফরজ, কতগুলি সুন্নাত ইত্যাদি কেহ জানিবার প্রয়োজনবোধ করিয়া ছিলেন না। অনুরূপ সাহাবায় কিরাম হুজূর পাককে দেখিয়া নামাজ শিক্ষা করিয়া ছিলেন। নামাজের মধ্যে কোন্‌গুলি ফরজ, কোনগুলি অয়াজিব, কোনগুলি সুন্নাত ও মুস্তাহাব; তাহা তাহারা না জানিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া ছিলেন, না সেই সময়ে এই বিষয়গুলি জানিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট কিতাব ছিলো। কাহারো কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে সবাই সরাসরি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন।

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের পরে ইসলাম ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া গিয়াছিল। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে ইজতেহাদ বা গভেষণা করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ নামাজের মধ্যে কোন একটি কাজকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে যে, নামাজ হইয়া গিয়াছে, না নামাজ হয় নাই? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য এখন নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি খতিয়ে দেখিবার প্রয়োজন চলিয়া আসিয়াছে যে, কোন্ পর্যায়ের কাজ ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। কারণ, নামাজের মধ্যেকার সমস্ত কাজ এক পর্যায়ের নয়। কিছু কাজ ফরজ, কিছু অয়াজিব, কিছু কাজ সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব। ইতিপূর্বে এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছিলো না। কিন্তু কেবল একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাহির করিবার জন্য শত কথা বাহির হইয়া আসিয়াছে। আবার নামাজের মধ্যে যে কাজটি ফরজ বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে তাহা ফরজ হইবার পিছনে কোন্ দলীল রহিয়াছে! কোন্ দলীলের ভিত্তিতে কাজটি অয়াজিব হইয়াছে! সুন্নাত ও মুস্তাহাব হইবার পিছনে কারণ কি রহিয়াছে! ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সামনে চলিয়া আসিয়াছে। আবার সমস্ত সাহাবা যে সমস্ত কথায় একমত হইবেন এমন কথা নয়। বরং তাঁহারা নিজ নিজ রায় প্রকাশ করিতে স্বাধীন। কাহার ধারনায় লোকটির ফরজ ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কাহার ধারনায় লোকটির অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করিলে হইয়া যাইবে। নামাজ পুরনায় আদায় করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে বহু বিষয়ে সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়া গিয়াছে। এমন বহু ঘটনা সাহাবায় কিরামদিগের সামনে চলিয়া আসিয়াছে যেগুলি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী যুগে ছিলো না। এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে ইজতেহাদ ও ইস্তিমবাত করিবার প্রয়োজন। তাঁহারাও অনেক সময়ে কিয়াসে কাজ করিয়াছেন। যে সমস্ত সাহাবাদের ইজতেহাদ করিবার প্রতিভা ছিলো, তাহাদিগকে মুজতাহিদ ও ফকীহ বলা হইতো।

মুজতাহিদ সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অন্যতম। তিনি নিয়মিত ভাবে হাদীস ও ফিকহার প্রশিক্ষন দিতেন। তাঁহার বহু বড় বড় শাগরিদ ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খুবই বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে হজরত আলকামা ছিলেন অন্যতম। ইঁনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে পয়দা হইয়াছেন এবং বহু বড় বড় সাহাবায় কিরামদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। উস্তাদের পূর্ণ পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়া ছিলো যে, যে ব্যক্তি আলকামাকে দেখিয়াছেন সে আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদকে দেখিয়া নিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদের দাবী ছিলো যে, আমার থেকে যদি কেহ কুরয়ানের বড় আলেম থাকিতেন, তবে আমি তাঁহার নিকট সফর করিতাম। এই আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আলকামার জ্ঞান অপেক্ষা আমার জ্ঞান বেশি নয়। সাহাবায় কিরাম হজরত আলকামার নিকট থেকে মসলা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র হজরত আসওয়াদই ছিলেন হজরত আলকামার সমতুল্য। হজরত আসওয়াদের পরে তাঁহার মসনদে বসিয়াছিলেন হজরত ইবরাহীম নাখয়ী। ইবরাহীম নাখয়ী ইল্মে ফিকহার উপরে বহু কাজ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার সমস্ত সংগ্রহ সূত্র ছিল হজরত আলী ও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ। কিন্তু তাঁহার দ্বারায় ইল্মে ফিকহার উপরে সতন্ত্র কোন কিতাব লিপিবদ্ধ হইয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ছিল না। তাঁহার নিকট থেকে তাঁহার শিষ্যদের মৌখিক মুখস্ত ছিলো। হজরত ইবরাহীম নাখয়ীর প্রধান শিষ্য ছিলেন হজরত হাম্মাদ। তাঁহার ইন্তেকালের পরে হজরত হাম্মাদ তাঁহার মসনদে বসিয়াছিলেন। এই হাম্মাদ হজরত ইবরাহীমের ইল্মে ফিকহার সবচাইতে বড় হাফেজ ছিলেন। একশত কুড়ি হিজরীতে হজরত হাম্মাদ ইন্তেকাল করিলে সবাই তাঁহার মুসনদে ইমাম আবু হানীফাকে বসাইয়া ছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত প্রত্যেকেই হইলেন পর্যায় ক্রমে শরীয়তের সমুদ্র।

কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ নতুন নতুন সমস্যা শরীয়তের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। সেই সমস্যা সমূহের সমাধান সরাসরি কুরয়ান ও হাদীস থেকে সম্ভব নয়। কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে ফিকহা শাস্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যদিও ইতিপূর্বে ইল্মে ফিকহার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিলো কিন্তু সেই পথ প্রশস্ত ছিলো না। ইমাম আবু হানীফা এই পথকে প্রশস্ত করিবার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে থেকে অনেককে নির্বাচন করিয়া নিয়াছিলেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম যুফার, দাউদ ত্বাই, কাসেম ইবনো মায়ান, হাফ্সা ইবনো গিয়াস প্রমুখগন। মোটকথা, তিনি অতি যত্ন সহকারে একটি মজলিস কায়েম করিয়াছিলেন। এই মজলিসের বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, কোন একটি নির্ধারিত অধ্যায়ের উপরে বাহাস বা আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেওযা হইতো। যদি সবাই একমত হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া নেওয়া হইতো। অন্যথায় প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রায় ও রায়ের স্বপক্ষে প্রমান প্রদান করিতে স্বাধীন। এইজন্য কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ের উপরে দীর্ঘ আলোচনা হইয়া যাইতো। ইমাম আবু হানীফা গভীর মনোযোগ দিয়া সবার বক্তব্য শ্রবন করিতেন। শেষে তিনি এমনই চুলচেরা ফায়সালা করিতেন যে, সবাই তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়া যাইতেন। আবার কখনো এমনও হইতো যে, ইমাম আবু হানীফার ফায়সালা প্রদানের পরেও অনেকেই নিজ নিজ রায়ের উপরে অটল থাকিয়া যাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের রায়গুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতো। তবে এই

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

রকম ঘটনা ঘটিয়া গেলে মজলিসের সমস্ত সদস্য যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির না হইতেন ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ রায় লিপিবদ্ধ করা হইতো না। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফার মজলিসের বড় বড় সদস্যদের সংখ্যা ছিলো চল্লিশ জন। বর্তমান বিশ্বে তাঁহার সদস্য শিষ্যদের মধ্যে কোন একজনের মত মেধা সম্পন্ন আলেম নাই। তিরিশ বৎসর কাল এই ধরনের মজলিসের মাধ্যমে ইল্মে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের সমস্ত অধ্যায়ের উপরে পূর্ণ বিবরণ আসিয়াছে। ইমাম আবু হানীফার শেষ জীবন জেলখানায় কাটিয়াছে, কিন্তু সেখানেও এই মজলিসের কাজ একই রকম চালু ছিল। ইল্মে ফিকহার প্রথম অধ্যায় হইল - 'বাবুত্ব ত্বাহারত' বা পবিত্রতা অধ্যায় এবং শেষ অধ্যায় হইল 'বাবুল মীরাস' বা বন্টন অধ্যায়। এক কথায় ইল্মে ফিকাহ হইল ইসলামের আইন বিভাগ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায় ইল্মে ফিকহার মধ্যে রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফা যে সমস্ত মসলা মাসায়েল বলিয়াছেন সেগুলির সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক। অবশ্য তাঁহার এই বিশাল দফতর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার এই কথায় কাহারো যেন কোন প্রকার সন্দেহ হইয়া না থাকে যে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব! কারণ, সেই যুগের শতশত কিতাব আজ দুনিয়া থেকে মুছিয়া গিয়াছে। শত শত কিতাবের নাম পর্যন্ত আজ পৃথিবীতে নাই। ইমাম আবু হানীফার ফিকহার দফতর গায়েব হইয়া যাইবার পিছনে একটি বিশেষ কারণ হইল যে, ইমাম সাহেবের শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদ তাহার মসলা সমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর প্রত্যেক মসলার স্বপক্ষে ব্যাপক প্রমানাদি পেশ করিয়াছেন। পরবর্তীতে এই কিতাবগুলি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মানুষ আসল কিতাব থেকে বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। মূল দফতরের দিকে দৌড়াইবার প্রয়োজন মনে করিয়া ছিলো না সাধারণ মানুষ। যেমন ফার্রা, কাস্‌সায়ী, খলীল, আখফাশ ও আবু উবাইদা প্রমুখগন ছিলেন প্রত্যেকই আরবী ব্যকরণের প্রথম পর্যায়ের বানী বা প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু পরবর্তী কালের ব্যকরণ বিদ-গনের ব্যাপক লেখালেখির কারণে তাঁহাদের কিতাবগুলির নামনিশান পর্যন্ত নাই। অনুরূপ অবস্থা হইয়াছে ইমাম আবু হানীফার দফতরগুলির।

ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ বা মাযহাব একমাত্র আরব ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। মদীনা শরীফে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ইমাম মালিক স্থায়ী ভাবে থাকিবার কারণে সমগ্র আরবে মালিকী মাযহাবের রেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দেশের রাজা বাদশাগন হানাফী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন। অখণ্ড ভারত হইল হানাফী প্রধান দেশ। একমাত্র কেরালায় শাফয়ী মাযহাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে আরব শরীফে কোন মাযহাব নাই। সেখানে ওহাবী শাসন চলিতেছে। ওহাবী সম্প্রদায় চার মাযহাবের বাহিরে একটি গোমরাহ সম্প্রদায়। অবশ্য ইহাদের কার্যকলাপ বেশির ভাগেই শাফয়ী মাযহাবের সহিত মিলিয়া থাকে। আফ্রিকায় ও সুদান ইত্যাদি দেশে মালিকী মাযহাব রহিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। হাম্বালী মাযহাব খুবই কম।

ফিকাহ শাস্ত্রে সহযোগী

যাহার উস্তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার তাহার শাগরিদের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। ইমাম আবু হানীফার হাজার হাজার শাগরিদ, যাহারা বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। বিশেষ করিয়া যে চল্লিশজন শাগরিদ ও সঙ্গী ফিকাহ শাস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহার সাহায্য করিয়া ছিলেন তাঁহাদের কোন একজনের ন্যায় বর্তমান বিশ্বে একজন আলেম নাই। এইবার অনুমান করিয়া দেখুন! ইল্মে ফিকাহ এর বুনিয়াদ কতো মজবুত। হানাফী মাযহাব কতো সুদৃঢ়। বর্তমান বিশ্বে যদি কোন দেশ পুরাপুরি ইসলামের উপরে চলিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল কুরয়ান ও হাদীস দ্বারা সম্ভব নয়। ইল্মে ফিকাহ হইবে প্রধান হাতিয়ার। ইল্মে ফিকাহ ছাড়া মানব জীবন হইবে অচল। এই প্রধান হাতিয়ারের পিছনে প্রধান হাত হইল ইমাম আবু হানীফার।

অসাধারণ প্রতিভা

জগত উপলব্ধি করিয়াছে যে, ইমাম আবু হানীফার মধ্যে ছিল খোদা প্রদত্ত এক অসাধারণ প্রতিভা। তাঁহার চাল চলন ও কথাবার্তা থেকে সব সময়ে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এই প্রতিভা প্রকাশ পাইতো। ইল্মের দিক দিয়াতো ইমাম আবু হানীফা সাগর মহাসাগর ছিলেন, ইহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। সাধারণ থেকে সাধারণ কথায় বড় বড় জটিল বিষয়ের ফায়সালা করিয়া দিতেন। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার কিছু কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ম মেধার পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে।

(ক) একদিন বহু মানুষ ইমাম আবু হানীফার নিকটে এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন যে, ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা ও না করা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবেন। ইমাম আবু হানীফা তাহাদের সবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন - এতো মানুষের সহিত আমি একাই কেমন করিয়া বাহাস করিতে পারিবো? অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে বাছিয়া নিয়া তাহাকে সবার পক্ষ থেকে কথা বলিবার জন্য খাড়া করিয়া দিবেন। তাহার কথা হইবে আপনাদের সবার পক্ষের কথা। এই কথা যখন সবাই মানিয়া নিয়াছেন। তখন ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, বাহাস তো সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপনারা যখন এক ব্যক্তিকে সবার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন তাহার কথা বলা হইল সবার পক্ষ থেকে কথা বলা। অনুরূপ ইমাম নামাজে সমস্ত মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে কিরাত পাঠ করিবার জন্য জামিনদার। সুতরাং তাঁহার কিরাত পড়াই হইল সমস্ত মুক্তাদীদের কিরাত পড়া।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কেহ যেন এই কথা মনে করিয়া না থাকে যে, হানাফী মাযহাবে ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ না করিবার সব চাইতে বড় দলীল হইল ইমাম আবু হানীফার যুক্তি। ইমাম সাহেবের এই যুক্তিটি হানাফী মাযহাবের মূলধন নয়, বরং হানাফী মাযহাব কোরয়ান ও হাদীসের ভিত্তিতে সব চাইতে মজবুত। ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা নাজায়েজ হইবার পিছনে কোরয়ান ও হাদীসের ভুরিভুরি দলীল রহিয়াছে। ডজন ডজন হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কোন প্রকার কিরাত নাই। আল হামদু লিল্লাহ, আমার লেখা 'হাদীসের আলোকে নামাজ শিক্ষা' পাঠ করিলে আপনার

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অবশ্য আলেমদের জন্য 'জামেউর রেজবী' কিতাবখানা হাতে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) খারিজী সম্প্রদায়ের এক বড় নেতা যাহ্হাক খারিজী ইমাম আবু হানীফার নিকটে আসিয়া তলোয়ার দেখাইয়া বলিয়াছে - "তওবা করো।" ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কি জন্য? যাহ্হাক বলিয়াছে, তোমার ধারনা হইল যে, হজরত আলী (রাদী আল্লাহু আনহু) মুয়াবিয়ার ঝগড়ায় তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নিয়া ছিলেন। তিনি তো হক্কের উপরে ছিলেন। তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নেওয়ার অর্থ কী? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলিয়াছেন - যদি আমাকে কেবল হত্যা করাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। আর যদি যাঁচাই করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে কিছু বলিতে দিন। যাহ্হাক বলিয়াছে - আমি মুনাজারা করিতে চাহিতেছি। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - যদি আমাদের মধ্যে বাহাসের ফলাফল বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? যাহ্হাক বলিয়াছে - আমরা দুই জনে একজন তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নিব। অতঃপর যাহ্হাকের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজনকে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, যিনি উভয়ের মধ্যে হক্ক ও না-হক্কের ফায়সালা করিবেন। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন, হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু তো ইহাই করিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অপরাধ কোথায়? ইহার পরে যাহ্হাক দম ধরিয়া নীরবে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

(গ) বোসরার বিখ্যাত আলেম হজরত ক্বাতাদাহ ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ছিলেন। তিনি একবার কূফায় শুভাগমন করতঃ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, ফিকাহ শাস্ত্রে যাহার যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি তাহার উত্তর দিবো। মানুষ দলে দলে আসিয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইমাম আবু হানীফা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে - এক ব্যক্তি সফরে গিয়াছে। এক দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া গিয়াছে। তাহার স্ত্রী অন্যের সহিত বিবাহ করিয়া নিয়াছে এবং সন্তানও হইয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে লোকটি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সে সন্তানটির সম্পর্কে দাবী করিতেছে যে, এই ছেলেটি আমার জন্মের নয়। দ্বিতীয় স্বামী দাবী করিতেছে যে, ছেলেটি আমার। এখন এই দুই জনের মধ্যে কে মালিহার প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ প্রদান করিতেছে? না দুই জনই অপবাদ প্রদান

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

করিতেছে? হজরত ক্বাতাদাহ জবাব না দিয়া বলিয়াছেন - বাস্তবে কি এইরূপ ঘটিয়াছে? ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - না। তবে আলেমদের তো প্রথম থেকে প্রস্তুত থাকা উচিত, তবেই তো যথা সময়ে জবাব দেওয়া সম্ভব হইবে এবং কোন প্রকার পেরিশানী থাকিবে না। হজরত ক্বাতাদাহ বলিয়াছেন - এই মসলাটি রাখিয়া দাও। ইল্মে তাফসীর সম্পর্কে যাহার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার তাহা জিজ্ঞাসা করো। ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - এই আয়াত পাকের অর্থ কী, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁহার দরবারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, ইয়ামান থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলকীসের সিংহাসন আমার নিকটে কে আনিতে পারিবে? তখন আসিফ ইবনো বরখিয়া বলিয়াছিলেন - আমি চোখের পলক ফেলিবার পূর্বে আনিয়া দিব। এই স্থলে সবার ধারণা যে তিনি ইসমে আ'যম জানিতেন। যাহার কারনে তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া ছিলো। হজরত ক্বাতাদার অভিমত ইহাই। ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - হজরত সুলাইমান নিজে ইসমে আ'যম জানিতেন কিনা? হজরত ক্বাতাদাহ বলিয়াছেন - না। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - আপনি কি ইহা জায়েজ মনে করিতেছেন যে, নবীর যুগে নবীর থেকে কোন মানুষের ইল্ম বেশি থাকিবে? হজরত ক্বাতাদাহ চুপ হইয়া গিয়াছেন। ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা, যে প্রতিভার সামনে বড় বড় বিদ্যান হায়রান পেরিশান হইয়া গিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফার দ্বীনদারী

এক বিশেষ কারণে কূফার গর্ভনর ইমাম আবু হানীফাকে ফতওয়া দিতে নিষেধ করিয়া দিয়া ছিলেন। যদিও ইমাম আবু হানীফা হক্ব বলিতে কোনদিন কোন রাজা বাদশাকে ভয় করিতেন না কিন্তু যেহেতু ফতওয়া দেওয়া ফরজে কিফাইয়া এবং কূফাতে বড় বড় আলেম মৌজূদ ছিলেন। এই জন্য তিনি গভর্নরের নির্দেশকে সহজে মানিয়া নিয়া ছিলেন। তিনি গভর্নরের নির্দেশ মানিতে কোন প্রকার আপত্তি করিয়া ছিলেন না। একদিন তিনি বাড়িতে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, আমি আজ রোযা অবস্থায় রহিয়াছি। দাঁত থেকে রক্ত বাহির হইয়াছে এবং তাহার থুতুর সঙ্গে রক্ত পেটে চলিয়া গিয়াছে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এখন রোযা হইবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলিয়াছেন - স্নেহের কন্যা! তুমি তোমার ভাই হাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করো। বর্তমানে আমাকে সরকারী তরফ থেকে ফতওয়া বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

সুবহানাল্লাহ! ইহা হইল ইমাম আবু হানীফার এক অসাধারণ তাকওয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে কন্যার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিতেন। কারণ, ইহাতো ছিল বাড়ির ভিতরকার কথা। কে ইহা খোঁজ রাখিতো! কিন্তু তিনি যেমন একজন অসাধারণ ইমাম, তেমন তাঁহার তাকওয়াও ছিল অসাধারণ। প্রকাশ থাকে যে, ইহার কিছু দিন পর কূফার গভর্নরের একটি জরুরী মসলা জানিবার প্রয়োজন পড়িয়া ছিল। যাহা ইমাম আবু হানীফা ছাড়া কাহার নিকট থেকে জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাধ্য হইয়া ইমাম সাহেবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নিয়া ছিলেন। অতঃপর ইমাম সাহেব পূর্বের ন্যায় ফতওয়া বলিবার অধিকার পাইয়া ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল

আব্বাসী রাজা বাদশাদের মধ্যে সাফ্ফাহ ও মানসূর ছিল বড় অত্যাচারী যালেম। সেই যুগে দ্বীনের বড় বড় 'আলেমগণ মানসূরের বিপক্ষে ছিলেন। ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা প্রমুখ ইমামগনও তাহার খেলাফ ছিলেন। মানসূর ১৪৬ হিজরীতে বাগদাদকে রাজধানী করিবার পরে মানসূর ইমাম আবু হানীফাকে ডাকিয়া ছিল এবং তাঁহাকে শহীদ করিবার জন্য একটি বাহানা খুঁজিয়া ছিল। মানসূর জ্ঞাত ছিল যে, ইমাম আবু হানীফা তাহার রাজত্বের কোনো পদ গ্রহন করিবেন না। এইজন্য সে ইমাম সাহেবের সামনে বিচারকের পদ পেশ করিয়াছিল। ইমাম সাহেব তাহা এই বলিয়া গ্রহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি ইহার উপযুক্ত নয়। মানসূর রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছে - তুমি মিথ্যাবাদী। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন - যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে প্রমান হইল যে, আমি বিচারক হইবার উপযুক্ত নয়। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমি বিচারক হইবার উপযুক্ত নয়। কারণ, কোনো মিথ্যাবাদীকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা জায়েজ নয়। ইহাতেও মানসূর ইমাম সাহেবকে না ছাড়িয়া দিয়া কসম করিয়া বলিয়াছে - তোমাকে এই পদ মানিয়া নিতে হইবে। ইমাম সাহেবও কসম করিয়া বলিয়াছেন

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

- আমি কখনোই কবূল করিব না। মানসূরের দরবারী রাবী রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছে - আবু হানীফা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের মুকাবিলায় কসম করিতেছো? ইমাম সাহেব বলিয়াছেন - হ্যাঁ। ইহা এইজন্য যে, আমার থেকে মানসূরের কসমের কাফ্ফারাহ আদায় করিয়া দেওয়া সহজ। ইহাতে মানসূর ইমামকে গ্রেফতার করতঃ জেলখানায় পাঠাইয়া দিয়াছে। ইসলামী দুনিয়ার সমস্ত আলেম উলামা আম খাস নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ বাগদাদে যাওয়া আসা করিতো। ইমাম আবু হানীফার খ্যাতি সর্বত্রে পৌঁছিয়া ছিল। তাঁহার বন্দী হওয়ায় তাঁহার খ্যাতি আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। জেল খানায় মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মানসূর লক্ষ্য করিয়াছে, ভবিষ্যতে বিপরীত হইবে। এইজন্য সে শীঘ্র কাজ সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য গোপনে ইমাম সাহেবের খাদ্যে বিষ দিয়া দিয়াছে। যখন বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে এবং ইমাম সাহেব অনুভব করিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি সিজদায় পড়িয়া গিয়াছেন। এই সিজদার অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন - ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ বাগদাদের কোনায় কোনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। চারিদিক থেকে মানুষ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাগদাদের কাজী আম্মারাহ ইবনো হাসান গোসল দিয়াছেন। গোসল দেওয়ার সময়ে তিনি বলিতে ছিলেন - খোদার কসম! তুমি সবচাইতে বড় ফকীহ, সব চাইতে বড় আবিদ, সব চাইতে বড় জাহিদ ছিলে। তোমার মধ্যে সমস্ত বৈশিষ্ট ছিল। তুমি তোমার সমস্ত উত্তরাধিকারীদের নৈরাশ করিয়া দিয়াছ।

প্রথম বারে তাঁহার জানাজায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ শরীক হইয়া ছিলেন। আবার মানুষ আসিয়াছে আবার জানাজা হইয়াছে। এই প্রকারে তাঁহার জানাজা ছয়বার হইয়াছে। শেষ বারে তাঁহার জানাজা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার পুত্র ইমাম হাম্মাদ। আসরের কাছাকাছি সময়ে দাফন হইয়াছেন। দাফন হইবার পরে কুড়িদিন পর্যন্ত মানুষ তাঁহার জানাজা পড়িয়াছেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার মাজার শরীফ সারা বিশ্ব মুসলিমদের জন্য যিয়ারতগাহ হইয়া রহিয়াছে।

ইমাম আ'যমের ইন্তেকালের পরে

হজরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাঁহার অনেক উস্তাদ বাঁচিয়া ছিলেন। হজরত আবু হানীফার সেই উস্তাদ ইমাম শো'বা যিনি পাঁচশত সাহাবাদিগের সহিত সাক্ষাত করিয়া ছিলেন এবং ইমাম আবু হানীফাকে প্রেরনা দিয়া দ্বীনের ইল্ম হাসেল করিবার জন্য দ্বীনের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি আজ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যারপর নয় আফসোস করতঃ বলিয়া ছিলেন - কূফা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং বাগদাদে পৌঁছিয়া মাজার শরীফে হাজিরী দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ছিলেন - আবু হানীফা! আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। ইবরাহীম চলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। হাম্মাদ চলিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি চলিয়া গিয়াছো কিন্তু সারা দুনিয়াতে তোমার স্থলে বসিবার মতো কেহ নাই।

ইমাম আবু হানীফা নব্বই (৯০) বৎসর হায়াত পাইয়া (১৫০), একশত পঞ্চাশ হিজরীতে শাবান মাসের দ্বিতীয় দিনে ইন্তেকাল করিয়াছেন। এই দিনে ইমাম শাফয়ী রহমাতুল্লাহির জন্ম হইয়া ছিল। প্রকাশ থাকে, ইমাম শাফয়ী মায়ের পেটে চার বৎসর ছিলেন। ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমাম শাফয়ীর এক অসাধারণ আদব। যতদিন পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফা হায়াতে ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে পদার্পন করিয়াছিলেন না। ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন - আমি ইমাম আবু হানীফার অসীলা দিয়া বর্কাত হাসেল করিয়া থাকি। আমার সামনে কোন সমস্যা আসিয়া গেলে তাঁহার মাজারের নিকটে দুই রাকায়ত নামাজ পড়িয়া দুয়া করিলে সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'হাদীস অধ্যায়' থেকে এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছি সেগুলির বেশির ভাগ সংগ্রহ করিয়াছি 'জামেউল আহাদীস' ও 'নুজহাতুলকারী'র মুকাদ্দামা থেকে। এই দুইখানা কিতাব আমাদের মতো সুন্নী আলেমদের জন্য অমূল্য সম্পদ। 'জামেউল আহাদীস' এর লেখক মাওলানা মোহাম্মাদ হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলা। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ মাসলাকে আ'লা হজরতের উপরে খিদমাত করিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। ইমাম আহমাদ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

রেজা খান বেরেলবী প্রায় কিছু কমবেশি এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চুয়ান্নটি বিষয়ের উপরে কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলম যেদিকে রওয়ানা হইয়াছে সেইদিকের শেষ কোনা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাঁহার কলম দুনিয়ার সামনে দ্বীনকে দিনের মতো করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। তবুও তাঁহার পিছনে হিংসুকদের হিংসার কলম দৌড়াইয়াছে। মাওলানা আবুল হাসান নদবী তাঁহার পিতা আব্দুল হাই সাহেবের কিতাব 'নুজহাতুল খাওয়াতির' এর মধ্যে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শানকে ছোট করিবার জন্য লিখিয়াছেন - "হাদীস ও তাফসীরে ইমাম আহমাদ রেজার পুঁজি কম ছিলো।" হিংসুকের এই কথার জবাব স্বরূপ হজরত মাওলানা হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলা আ'লা হজরতের তিনশত কিতাব হাতে নিয়া সেগুলি থেকে তিন হাজার ছয়শত তেষট্টি (৩৬৬৩) টি হাদীস প্রায় দুইশত হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করিয়া 'জামেউল আহাদীস' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কিতাবখানা নয় খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। শেষের তিন খণ্ডে ছয়শত আয়াত পাকের উপরে আলা হজরতের তাফসীরী বাহাস দেখাইয়াছেন। মোট নয় খণ্ডের মধ্যে সাড়ে চার হাজার হাদীস দেখাইয়াছেন। কেবল তাই নয়, প্রত্যেক হাদীসের উপরে আসল কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান করিয়াছেন এবং আসমাউর রিজাল সম্পর্কে বহু আলোচনা করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, অধিকাংশ উদ্ধৃতির পিছনে চার থেকে কুড়িখানা কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন। মোট কথা, সুন্নী জগতে 'জামেউল আহাদীস' হইল এক অসাধারণ কিতাব। ১৯৫৫ সালে আল্লামা হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলার জন্ম। এখন তিনি বহাল তবীয়তে ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকাডেমির মাধ্যমে বেরেলী শরীফে মোহাদ্দিসে বেরেলবী ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর খিদমাত করিয়া চলিয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে রমজান মাসে বেরেলী শরীফে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ তাঁহার কিছু খিদমাতের কথা শ্রবন করিয়া যার-পর-নয় খুশি হইয়া দরবারে ইলাহীতে তাঁহার দীর্ঘায়ুর জন্য দুয়া করিতেছি।

'নুজহাতুলকারী শারহে বোখারী' কিতাব খানা সুন্নী দুনিয়ার জন্য এক অসাধারণ সম্পদ। আমাদের মতো আলেমদের হাতে এই কিতাবখানা একান্ত ভাবে রাখিবার প্রয়োজন। কিতাবখানা বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে। নয় খণ্ডে সমাপ্ত। কিতাবখানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, দেওবন্দী আলেমদের কলম বোখারীর ব্যাখ্যায় যেখানে ঠোক্কর খাইয়াছে সেগুলি ধরিয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দিয়াছে লেখক ফকীহুল হিন্দ মুফতী শরীফুল হক আমজাদী আলাইহির রহমাহ। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করবকে জান্নাতের টুকরা করিয়া দিয়া থাকেন।

ইমাম আবু হানীফার কয়েকজন সেরা শিষ্য

হজরত হাম্মাদ

ইমাম আ'যম আবু হানীফার একমাত্র সাহেবজাদা হজরত হাম্মাদ যুগের জবরদস্ত দ্বীনের আলেম হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্ব দেখিয়া ইমাম আবু হানীফা তাঁহাকে মুফতীর মসনদে বসাইয়া দিয়া ছিলেন। এক কথায় হজরত হাম্মাদ ইল্মে ফিকাহতে ছিলেন পিতার নমুনা। ইমাম আ'যমের বড় বড় শাগরিদদের মধ্যে হজরত হাম্মাদও গন্য ছিলেন। তিনি এক সময়ে কূফার কাজী হইয়া ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ইল্মে হাদীসের উপরে 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' হইল অন্যতম। একশত ছিয়াত্তর (১৭৬) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে। এই একশত ছিয়াত্তর (১৭৬) সংখ্যা অনুযায়ী তাঁহার তারিখী নাম হইল 'কুতবে দুনিয়া'। কারণ, কুতবে দুনিয়ার মান হইল একশত ছিয়াত্তর।

ইমাম আবু ইউসুফ

নাম - ইয়াকুব, ডাকনাম - আবু ইউসুফ, উপাধি কাজীউল কুজাত। তিনি একশত তের (১১৩) হিজরী অনুযায়ী সাত শত একত্রিশ (৭৩১) সালে কূফায় জন্মগ্রহন করিয়া ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গরীব ঘর থেকে বাহির হইয়া ছিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে লেখাপড়া থেকে উঠাইয়া নিতে চাহিয়া ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তাঁহার শাগরেদী সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার পর ইমাম সাহেব তাঁহার সমস্ত আর্থিক চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বুদ্ধিমান। এক একটি মজলিসে পঞ্চাশ ষাটটি করিয়া হাদীস শ্রবন করতঃ মুখস্ত করিয়া ফেলিতেন। কুড়ি হাজার মাওজু হাদীস তাঁহার মুখস্ত ছিল। সহী হাদীসের সংখ্যা তো অগণিত। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন, আমার শিষ্যদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইল্ম হাসেল করিয়াছে আবু ইউসুফ। তিনি একশত ছেষট্টি (১৬৬) হিজরী অনুযায়ী সাতশত তিরাশি (৭৮৩) সালে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কাজী হইয়া ছিলেন। পরে বাদশা হারুণ রশীদের যামানায় একশত তিরানব্বই (১৯৩) হিজরী অনুযায়ী আটশত আট (৮০৮) সালে তিনি সমস্ত বাগদাদের কাজী (প্রধান বিচারপতি) হইয়া ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বহুত বড় আবিদ জাহিদ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেই বলিতেন, আমি ইমাম আ'যমের খিদমাতে উনতিরিশ বৎসর ছিলাম এবং এই সময়ের মধ্যে আমার কোনদিন ফজরের জামায়াত ফেল হয় নাই। কেবল তাই নয়, তিনি প্রতিদিন দুইশত রাকয়াত করিয়া নফল নামাজ আদায় করিতেন।

১৮৭ হিজরী ৫ই রবীউল আওয়াল বৃহস্পতিবার জোহরের সময়ে বাগদাদ শরীফে ইল্ম ও ইরফানের এই সূর্য অস্ত চলিয়া গিয়াছেন।

ইমাম যাফর

নাম - যাফর, পিতার নাম - হুযাইল। কূফায় একশত দশ (১১০) হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে আসিয়া ইল্মে ফিকাহতে মন দিয়াছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে প্রায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদের সমতুল্য ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার সেই দশজন শাগরিদের একজন ছিলেন, যাহারা তাঁহাকে ফিকাহ লিখিতে সাহায্য করিতেন। একশত সাতাশি (১৮৭) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক একশত আঠার (১১৮) হিজরীতে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়া ইল্মে ফিকাহতে বহুত বড় ফকীহ হইয়া ছিলেন। পরে তিনি ইল্মে হাদীসের দিকে মনযোগ দিয়া দূর দূরান্তে সফর করিয়া ছিলেন। হজরতের পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসিক। একবার তাঁহার পিতা ব্যবসার জন্য পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত টাকা হাদীস অনুসন্ধানে ব্যয় করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার লিখিত সমস্ত হাদীসের দফতর পিতার সম্মুখে পেশ করিয়া বলিয়া ছিলেন - আমি এই ব্যবসা করিয়াছি। ইহাতে আমাদের দুইজনের দুই জগতে কাজ দিবে। এই কথা শ্রবন

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

করিয়া মোহাতারম পিতা অত্যন্ত খুশি হইয়া আরো তিরিশ হাজার দিরহাম দিয়া বলিয়া ছিলেন - যাও, হাদীস ও ফিকাহ হাসেল করিবার জন্য ব্যয় করিয়া কারবার কামেল করিয়া নাও। একশত একাশি (১৮১) হিজরীতে ইন্তেকাল হইলে ফোরাত নদীর উপকূলে দাফন করা হইয়া থাকে।

ইমাম মোহাম্মাদ

নাম - মোহাম্মাদ, ডাক নাম - আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম - হাসান। জন্ম - ইরাকের অসিত্ব শহরে একশত বত্রিশ (১৩২) হিজরীতে হইয়াছে। পরে তাঁহার পিতা কূফায় বসবাস আরম্ভ করিয়া ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া প্রশ্ন করিয়া ছিলেন - নাবালেগ বাচ্চা ঈশার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিয়াছে এবং সেই রাতে ফজরের পূর্বে বালেগ হইয়া গিয়াছে। ঈশার নামাজ পুনরায় তাহাকে পড়িতে হইবে কিনা? ইমাম আ'যম জবাব দিয়াছেন - পুনরায় পড়িতে হইবে। ইমাম মোহাম্মাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া এক কোনায় গিয়া নামাজ পড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া ইমাম আ'যম তড়িৎ বলিয়া দিয়াছেন - এই তরুণ একজন হাদী (সুপথ প্রদর্শক) হইবে। এই ঘটনার পরে তিনি মাঝে মধ্যে ইমাম সাহেবের দরবারে হাজির হইতেন। অতঃপর যখন তিনি নিয়মিত শাগরিদ হইবার জন্য ইমাম আ'যমের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছেন - প্রথমে কোরয়ান মাজীদ হিফ্জ করিবে, তারপর আসিবে। অতঃপর তিনি সাতদিনে হাফিজ হইয়া ইমাম আ'যমের দরবারে হাজির হইয়া ছিলেন। তারপর তিনি ধারাবাহিক চার বৎসর ইমাম আ'যমের খিদমাতে ছিলেন। তারপর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সাওরীর নিকট থেকে ইল্মে হাদীসের কামালিয়াত হাসেল করিয়াছেন।

পরে ইমাম মোহাম্মাদ যুগের জবরদস্ত ইমাম হইয়াছেন। ইমাম শাফয়ীর পিছনে তিনি হাজার হাজার দিরহাম ও দীনার ব্যয় করিয়াছেন। তিনি সারা রাত্রী শয়ন করিতেন না। কেবল কিতাবের উপরে চিন্তাভাবনা করিতেন। ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রি তাঁহার কাছে রাত কাটাইয়া ছিলাম। ফজর পর্যন্ত আমি নামাজ পড়িয়াছি। কিন্তু ইমাম মোহাম্মাদ সারা রাত পাশে শুইয়া ছিলেন। সকালে তিনি ফজরের নামাজে শরীক হইয়াছেন। আমি এই সম্পর্কে তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়াছি যে, আপনি সারা রাত বেকার কাটাইয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিয়াছেন - তুমি এই ধারনা করিয়াছো যে, আমি নিদ্রায় গিয়াছি! না, আমি আজ রাতে কোরয়ান পাক থেকে এক হাজার মসলা বাহির করিয়াছি। তুমি সারা-রাত নিজের কাজ করিয়াছো এবং আমি সমস্ত উম্মাতের জন্য কাজ করিয়াছি।

কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি রাতে নিদ্রায় যাইয়া থাকেন না কেন? তিনি বলিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া নিদ্রায় যাইতে পারি! সমস্ত মানুষ তো আমাদের উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

ইমাম মোহাম্মাদ সারা জীবন ইল্মের রাস্তায় কাটাইয়া দিয়াছে। জীবনে নয়শত নিরানব্বই (৯৯৯) খানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো কিছু দিন হায়াতে রাখিলে হাজার পূর্ণ করিয়া দিতেন। অবশ্য কেহ কেহ এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নয়শত নিরানব্বই খানা সতন্ত্র ভাবে আলাদা আলাদা কিতাব নয়, বরং তাঁহার সমস্ত কিতাব মিলাইয়া নয়শত নিরানব্বইটি অধ্যায় হইয়াছে। যাইহোক, এখন তাঁহার এমন কিছু কিতাবের কথা উল্লেখ করিতেছি যেগুলি জগত বিখ্যাত এবং বাজারে পাওয়া যাইয়া থাকে। যেমন -

(ক) মোয়াওয়া ইমাম মোহাম্মাদ। ইহা একটি হাদীসের কিতাব। এই কিতাবে একহাজার পাঁচটি হাদীস রহিয়াছে।

(খ) কিতাবুল আসার। ইহাও একটি হাদীসের কিতাব। এই কিতাবখানার মধ্যে একশত ছয়টি হাদীস ও সাতশত আঠারাটি আসার রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে ইমাম আবু হানীফার উক্তি। প্রকাশ থাকে যে, তাবেঈনদের হাদীসগুলিকে আসার বলা হইয়া থাকে।

(গ) কিতাবুল হাজ। এই কিতাবে ইমাম মোহাম্মাদ বহু হাদীস জমা করিয়াছেন। হাদীসের উপরে ইমাম মোহাম্মাদ যতগুলি কিতাব লিখিয়াছেন সমস্ত কিতাবে কিন্তু আসল আলোচ্য বিষয় হইল ইল্মে ফিকাহ।

(ঘ) মাবসুত্ব। ইল্মে ফিকার উপরে এই কিতাবখানা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে দশ হাজারের বেশি মসলা রহিয়াছে।

(ঙ) জামে কবীর। ইহাও ইল্মে ফিকহের উপরে লেখা।

(চ) জামে সাগীর। এই কিতাবে ইমাম মোহাম্মাদ এক হাজার পাঁচশত ছত্রিশটি মসলা লিখিয়াছেন। কেবল দুইটি মসলা ছাড়া বাকী সমস্ত মসলার পিছনে হাদীস পেশ করিয়াছেন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

(ছ) সীয়ারে সাগীর। ইহাও একটি ফিকহের কিতাব। এই কিতাবখানা হইল ইমাম আবু হানীফার সেই সমস্ত উক্তিগুলির সমষ্টি, যেগুলি তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে লেখাইয়া ছিলেন।

(জ) সীয়ারে কাবীর এই কিতাব খানা ইল্মে ফিকহের উপরে বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের সহিত মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবন যাপন কেমন ভাবে করিতে হইবে সেই সম্পর্কে লেখা। এই কিতাবখানা দেখিয়া বাদশা হারুন রশীদ অত্যন্ত খুশি হইয়া ছিলেন।

(ঝ) যিয়াদাত। এই ছয়খানা কিতাবকে জাহিরুর রিওয়ায়েত বলা হইয়া থাকে। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। তিনি বাদশা হারুন রশীদের আমলের মানুষ ছিলেন। তিনি দুইবার প্রধান বিচারপতি হইয়া ছিলেন। তিনি স্বয়ং বাদশা হারুন রশীদের সঙ্গে এক সফরে গিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার ইন্তেকালের পরে কেহ স্বপ্নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - মরনের সময়ে আপনার অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বলিয়াছেন - ঐ সময়ে আমি একটি মসলা সম্পর্কে চিন্তা করিতে ছিলাম। কিভাবে রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

খতীবে বাগদাদী একজন আবদালের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইমাম মোহাম্মাদকে তাঁহার ইন্তেকালের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - আবু আব্দুল্লাহ! আপনার অবস্থা কেমন? তিনি বলিয়াছেন - আল্লাহু আমাকে বলিয়াছেন, যদি তোমাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এই ইল্ম দান করিতাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আবু ইউসুফের অবস্থা কি? তিনি বলিয়াছেন - আমার থেকে উপরের দরজায় রহিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি ইমাম আবু হানীফার অবস্থা কি? তিনি বলিয়াছেন - তিনি আমাদের থেকে বহু উঁচু দরজায় রহিয়াছেন।

ইমাম দাউদ ত্বাঁই

ইঁনি প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া ছিলেন এবং কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ইল্ম হাসেল করিয়াছেন। ইঁনি ইমাম আবু হানীফার একজন অন্যতম শাগরিদ ছিলেন। একশত ষাট অথবা একশত পঁয়ষট্টি হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। এক বুজর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, ইমাম

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

দাউদ ত্বাঁই দৌড়াইতেছেন। কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছেন - এখনই আমি জেলখানা থেকে রেহাই পাইয়াছি। বুজর্গ স্বপ্ন থেকে উঠিয়া শুনিয়াছেন যে, ইমাম দাউদের ইন্তেকাল হইয়াছে।

ইবরাহীম ইবনো আদহাম

প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। ইনিও একজন উঁচু ত্ববকার আলেমে দ্বীন হইয়া ছিলেন। হজরত সুফিয়ান সাউরীর ন্যায় বড় বড় ইমামও তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। একশত বাষট্টি (১৬২) হিজরীতে রোমে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনো সাঈদুল কাত্তান

প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। তাঁহার নিকট থেকে ইল্মে হাদীস ও ফিকাহ হাসেন করিয়াছিলেন। তিনি যুগের জবরদস্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হইয়া ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল ও বড় বড় আইম্মায়ে দ্বীন তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া হাদীস শিক্ষা নিতেন। তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ বলিয়া গৌরব করিতেন। ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিকহার এই মহা পণ্ডিত আটাত্তর বৎসর হায়াত পাইয়া একশত আটানব্বই (১৯৮) হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হাফ্স ইবনো গিয়াস

নাম - হাফ্স, ডাকনাম - আবু উমার, পিতার নাম - গিয়াস ইবনো ত্বালাক। জন্ম একশত সতের (১১৭) হিজরীতে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের অন্যতম শাগরিদের মধ্যে গন্য হইয়াছিলেন এবং ইমাম আ'যমের সনদে প্রচুর পরিমানে হাদীস বর্ণনা করিতেন। ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। একশত চুরানব্বই (১৯৪) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে।

অকীউ ইবনো জার্রাহ

নাম - অকীউ, ডাক নাম - আবু সুফিয়ান, পিতার নাম - জার্রাহ। ইঁনি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কূফার মানুষ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। ইল্মে হাদীসে তিনি হাফিজ হইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগে ইমামুল মুসলিমীন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। ইমাম শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল ছিলেন তাঁহার শাগরিদ। তিনি সত্তর (৭০) বৎসর হায়াত পাইয়া একশত সাতানব্বই (১৯৭) হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হাদীস অধ্যায়ে কিছু জরুরী বিষয়

হাদীস তিন প্রকার

(ক) হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, তিনি যাহা করিয়াছেন এবং তাঁহার সামনে কিংবা তাঁহার যুগে যাহা কিছু বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে তিনি শ্রবণ করিবার পরে তাহা সমর্থন করিয়াছেন; সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে মারফু হাদীস বলা হইয়া থাকে।

(খ) সাহাবায় কিরাম যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন কিংবা তাঁহাদের সম্মুখে যাহা বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে এবং তাহারা সমর্থন করিয়াছেন, সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে মাওকূফ হাদীস বলা হইয়া থাকে।

(গ) তাবেঈন কিরাম যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন কিংবা তাঁহাদের সম্মুখে যাহা কিছু বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন; সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে হাদীসে মাকতু বলা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন খাতিমুন্ নাবীঈন বা শেষ নবী। তাঁহার পরে কেহ নবী বলিয়া দারী করিলে সে কাফের হইবে। ইসলামের মধ্যে কোন নারী নবী আসে নাই। সুতরাং কোন নারীকে কোন দিক দিয়া নবী বলিয়া মানিলে কাফের হইতে হইবে। হজরত আসিয়া, হজরত মারিয়াম, হজরত খাদিজা ও হজরত ফাতিমাকে নবী বলিয়া মানিলে কাফের হইতে হইবে।

হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে যাহারা ঈমানের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নজরে দেখিয়াছেন এবং সেই ঈমানের উপরে ইন্তেকাল করিয়াছেন তাহাদিগকে সাহাবী বলা হইয়া থাকে। সাহাবীদিগের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। তন্মধ্যে যাহাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা দশ হাজার। হজরত আবু বাকার সিদ্দিক হইলেন হুজূর পাকের প্রথম সাহাবী এবং ইঁনি হইতেছেন উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ঈমানের নজরে সাহাবায় কিরামদিগকে দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাবেঈন বলা হইয়া থাকে। হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবকে তাবেঈনদিগের সর্দার বলা হইয়া থাকে। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি যুগ উত্তম যুগ। আমার যুগ, সাহাবায় কিরামদিগের যুগ ও তাবেঈনদের যুগ। (মিশকাত) অনুরূপ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে আমাকে অথবা আমার সাহাবায় কিরামদিগকে (ঈমানের নজরে) দেখিয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না। (মিশকাত)

হাদীস, আসার ও খবর

একাংশ মুহাদ্দিসের নিকটে মারফু ও মাওকুফকে হাদীস বলা হইয়া থাকে এবং মাকতুকে বলা হইয়া থাকে আসার। তবে অনেক সময়ে মারফু হাদীসকেও আসার বলা হইয়া থাকে এবং খবর ও হাদীসের অর্থ একই। আবার কিছু মুহাদ্দিস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট ও সাহাবায় কিরামদিগের নিকট থেকে এবং তাবেঈনদের নিকট থেকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল হাদীস এবং খবর বলা হইয়া থাকে অতীতের ইতিহাস ও ঘটনাকে। প্রকাশ থাকে যে, কোরয়ান শরীফকে বলা হইয়া থাকে 'কালামুল্লাহ' এবং হাদীসকে বলা হইয়া থাকে কালামুর রসূল।

হাদীসে কুদসী

হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার বর্ণনাকারী হইল স্বয়ং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং বাক্যের সম্বোধন বা নিসবাত

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হইবে আল্লাহর দিকে। যেমন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন - নিশ্চয় রোজা হইল আমার জন্য এবং আমি হইলাম উহার পুরস্কার।

সনদ ও ইসনাদ ঃ- এর প্রায় একই অর্থ। হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী থেকে আরম্ভ করিয়া শেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নামগুলিকে সনদ বলা হইয়া থাকে এবং বর্ণনাকরাকে বলা হইয়া থাকে ইসনাদ।

মাতান ঃ- যেখানে সনদ শেষ সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত হইল 'মাতান'। অর্থাৎ মূল হাদীসকে বলা হইয়া থাকে মাতান।

মুত্তাসিল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে।

মুনকাতি ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নাই। অর্থাৎ সনদের মধ্যে রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই।

মুয়াদ্দাল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে কোন জায়গায় দুই অথবা দুয়ের অধিক বর্ণনাকারীর নাম নাই।

মুরসাল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদে তাবেয়ীর উপরের রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম নাই।

মুয়াল্লাক ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যে হাদীসের সনদ নাই কিংবা সনদের শুরুরতে কোন বর্ণনাকারীর নাম নাই।

বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়া হাদীসের শ্রেণীভাগ

(ক) মুতাওয়াতার ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে, যাহার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতবেশি যে, সমস্ত বর্ণনাকারীদের মিথ্যার উপরে ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব। এই হাদীস থেকে কোন আদেশ কিংবা নিষেধ প্রমাণিত হইলে তাহা অকাট্য হইবে। হাদীসে মুতাওয়াতরকে অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে। যেমন বর্তমানে আমাদের কোরয়ান শরীফ, নামাজের রাকয়াতগুলি ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি। এইগুলিতে কেহ সন্দেহ করিলে কাফের হইয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

যাইবে।

(খ) মাশহুর ঃ- যে হাদীসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক পর্যায়ে কমপক্ষে তিনজন থাকিবে এবং দ্বিতীয় যুগে ও তৃতীয় যুগে হাদীসটি খুব খ্যাতি লাভ করিবে এবং উম্মাত তাহা কবূল করিয়া নিবে। যেমন মোজার উপরে মাসাহ্ করা। এই হাদীসের প্রতি আমল করা জরুরী। এই হাদীসকে অস্বীকার করা বিদয়াত।

(গ) আজীজ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক পর্যায়ে দুইজন থাকিবে।

(ঘ) গরীব ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদে প্রত্যেক জায়গায় অথবা এক জায়গায় কেবল একজন বর্ণনাকারী থাকিবে।

বর্ণনাকারীদের দিক দিয়া হাদীসের শ্রেণীভাগ

সহীহ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদ ধারাবাহিক এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ন্যায় পরায়ন এবং তীক্ষ্ম স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ও সমস্ত আয়েব থেকে মুক্ত।

হাসান ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার মধ্যে সহী হাদীসের সমস্ত শর্তগুলি পাওয়া যাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাদীসকে ধরিয়া রাখিবার মত ক্ষমতা কম।

যঈফ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে, যাহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে সহী ও হাসান হাদীসের গ্রহনযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত অথবা আংশিক পাওয়া যাইয়া থাকে না এবং কোন গোপন দোষের কারণে হাদীসের বর্ণনাকারীকে নিন্দা করা হইয়াছে।

মুনকার ও মা'রূফ ঃ- যদি দুর্বল বর্ণনাকারী কোন সবল বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হাদীসকে মুনকার এবং তাহার মুকাবিলাকে মা'রূফ বলা হইয়া থাকে।

মাওজু ঃ- এই হাদীস আসলে কোন হাদীস নয়। বরং রূপক অর্থে সাময়িক ভাবে হাদীস বলা হইয়া থাকে। সেই বাক্য বা বর্ণনাকে মাওজু বলা হইয়া থাকে, যাহা নিজের তরফ থেকে তৈরি করিয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দিকে সম্বোধন করিয়া দেওয়া কিংবা কাহার কোন কথাকে হুজূর পাকের দিকে সম্বোধন করিয়া দেওয়া কিংবা কোন যঈফ হাদীসের সহিত সবল

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সনদ লাগাইয়া বর্ণনা করা। এই তিন প্রকার উক্তিকে মাওজু বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এই তৃতীয় প্রকার বর্ণনাটি মূলতঃ মিথ্যা নয়। কেবল দুর্বল বর্ণনাকে সবল বর্ণনা করিয়া দেওয়া মিথ্যা হইয়াছে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনা দুইটিই হইল হারাম। প্রকাশ থাকে যে, মাওজু বা মিথ্যা হাদীস নির্ণয় করিবার জন্য অনেকগুলি পন্থা রহিয়াছে, যেগুলি সাধারন মানুষের জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে না। তবে সাধারণ মানুষের জন্য কেবল এতটুকু জানিয়া রাখিবার প্রয়োজন যে, যুগ যুগ থেকে যে সমস্ত হাদীস বড় বড় সুন্নী আলেমদিগের জবান থেকে শোনা যাইতেছে কিংবা তাহাদের লিখিত কিতাবগুলি থেকে পাওয়া যাইতেছে সেগুলি সম্পর্কে কোন ওহাবী দেওবন্দী মৌলবী মাওজু বলিয়া দিলে তাহা মাওজু হইয়া যাইবে না। আরো প্রকাশ থাকে যে, যঈফ হাদীস আমলের জন্য যথেষ্ট। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী ও নামধারী আহলে হাদীসদের মাওজু ও যঈফ বলা একটি মারাত্মক রোগ হইয়া গিয়াছে। ইহারা যখন কোন বিষয়ে নিরুপায় হইয়া যায় তখন মাওজু কিংবা যঈফ বলিয়া জান বাঁচাইয়া থাকে।

কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা

যে সমস্ত সাহাবার নিকট থেকে হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহাদিগকে 'মুকাসসিরীন' বলা হইয়া থাকে। এখানে ইহাদের একটি ছোট তালিকা প্রদান করা হইতেছে ঃ-

১। হজরত আবু হুরায়রা - ৫৩৭৪

২। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উমার - ২৬৩০

৩। হজরত আনাস ইবনো মালিক - ২২৮৬

৪। হজরত আয়শা সিদ্দিকা - ২২১০

৫। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস - ১৬৬০

৬। হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ - ১৫৪০

৭। হজরত আবু সাঈদ খুদরী - ১৭৭০

উপরে যে সমস্ত সাহাবাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহার কেবল বেশি হাদীস জানিতেন এমন কথা নয়, বরং তাঁহাদের থেকে কেবল এই হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় তাঁহারা নিজেরা হাজার হাজার হাদীসের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হাফেজ ছিলেন। বিশেষ করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনগন আল্লাহর রসূলের সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ব্যস্ততার মধ্যে থাকিবার কারণে হাদীস বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন না।

কয়েকজন মুফাস্‌সির সাহাবা

হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারুক, হজরত উসমান গনী, হজরত আলী মুর্তজা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ, হজরত উবাই ইবনো কায়াব, হজরত যায়েদ ইবনো সাবিত, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জোবাইর ও হজরত আবু মুসা আশয়ারী রাদী আল্লাহু আনহুম।

কয়েকজন মুফতী সাহাবা

হজরত উমার ফরুক, হজরত আলী মুর্তজা, হজরত উবাই ইবনো কায়াব, হজরত যায়েজ ইবনো সাবিত, হজরত আবু দারদা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ, হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুম ও হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা।

হাদীস অনুসন্ধানকারীদের দরজা

ত্বালিব ঃ- যিনি কেবল হাদীস শিক্ষার মধ্যে রহিয়াছেন।

মুহাদ্দিস ঃ- যিনি হাদীস শিক্ষা দিয়া থাকেন। মুহাদ্দিসকে শায়খুল হাদীসও বলা হইয়া থাকে। বর্তমান ভারতে সবচাইতে বড় মুহাদ্দিস বা শায়খুল হাদীস হইলেন আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা। আজকাল যদিও 'আল্লামা' কথাটি আম হইয়া গিয়াছে, সাধারণ থেকে সাধারণ আলেমকে 'আল্লামা' বলিয়া দেওয়া হইতেছে কিন্তু প্রকৃত আল্লামা বলিতে বর্তমানে ভারতে একমাত্র জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা। তাঁহাকে বর্তমান দুনিয়া 'মুহাদ্দিসে কাবীর' বলিয়া চিনিয়া থাকে। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ইল্মে হাদীসের দরস দিয়া আসিতেছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি পূর্ণ মেজাজে চলিতেছেন। এখন তাঁহার বয়স আশি। আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে একাধিকবার অতি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিয়াছি, রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ! আমার হায়াত থেকে দশ বৎসর করিয়া কাটিয়া আমার মুর্শিদ তাজুশ্‌শরীয়্যাহ আখতার রেজা খান আযহারীকে ও মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরীকে দান করিয়া দাও। আল্লাহ! আমি তাঁহাদের দুইজনকে জীবনে একবার একসঙ্গে আমার গরীবালয়ে দেখিতে চাই।

হাফিজ ঃ- যিনি সনদ সহ এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থাসহ একলক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হুজ্জাত ঃ- যিনি সনদ সহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হাকিম ঃ- যিনি সমস্ত হাদীস সনদসহ এবং হাদীসের বিভিন্ন অবস্থাসহ মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হাদীসের কিতাবগুলির নাম

জামে' ঃ- যাহার মধ্যে আট প্রকার জিনিষের বিবরণ রহিয়াছে - সীয়ার, আদাব, তাফসীর, আক্বায়েদ, ফিতান, আহকাম, আশরাত্ব ও মানাকিব। যথা - জামে বোখারী, জামে তিরমিজী।

সুনান ঃ- যাহার মধ্যে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী কেবল আহকামের হাদীসগুলির বর্ণিত হইয়াছে। যথা - সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনো মাজা।

মোসনাদ ঃ- যাহার মধ্যে প্রত্যেক সাহাবার বর্ণনাকে পৃথকভাবে একত্রিত করা হইয়া থাকে। যথা - মোসনাদে ইমাম আহমাদ ও মোসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালিসী।

মু'জাম ঃ- যাহার মধ্যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের তরতীব বা ধারাবাহিকতা হুরুফে তাহজীর তরতীব অনুযায়ী হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে, চাই বর্ণনাকারী মুসান্নিফ বা লেখকের নিজস্ব শায়েখ হউক অথবা সাহাবায় কিরাম। যেমন ইমাম তিরবানীর তিনটি মো'জাম।

মুস্তাদরাক ঃ- যাহাতে কোন শেষ কিতাবের লেখকের শর্তানুযায়ী বাদ পড়িয়া যাওয়া হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে। যথা - ইমাম হাকিমের মুস্তাদরাক।

মুস্তাখরাজ ঃ- যাহাতে অন্য কোন কিতাবের হাদীসগুলি নিজের এমন সনদে বর্ণনা করা যাহার মধ্যে সেই লেখকের নাম আসিয়া থাকে না। যথা -

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুস্তাখরাজে ইসমাঈলী আলাল বোখারী।

জুয ঃ- যাহাতে কোন একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনাগুলি অথবা একটি মাওজু বা আলোচ্য বিষয়ের উপরে হাদীস জমা করা হইয়াছে। যথা - জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন লিল বোখারী।

আফরাদ ও গারাইব ঃ- যাহার মধ্যে কোন একজন মুহাদ্দিসের ভিন্ন হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে। যথা - গারাইবে মালিক ও দরুকুতনীর কিতাবুল ইফরাদ।

জামিউ ঃ- যাহাতে অনেকগুলি হাদীসের কিতাবের বর্ণনাগুলি সনদবিহীন ভাবে জমা করা হইয়াছে। যেমন - হুমাইদীর আল জামউ বাহনাস সহীহাইন।

মুসান্নাফ ও মুয়াত্তা ঃ- যাহাতে ইল্মে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী মারফু হাদীসগুলির সাথে সাথে মাওকূফ ও মাকতু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যথা - মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফে ইবনো আবী শায়বা এবং মুয়াওায় মালিক।

আরবাইন ঃ- যাহাতে বিশেষ একটি বিষয়ের উপরে অথবা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে চল্লিশটি হাদীস জমা করা হইয়াছে।

হাদীসের কিছু কিতাব

হাদীসের বহু কিতাব রহিয়াছে। যেমন - মোসনাদে ইমাম আ'যম, মোয়াত্তায় ইমাম মালিক, মোসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল, মোসনাদে ইমাম শাফয়ী, মুয়াওায় ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম মোহাম্মাদের কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আসার, বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনো মাজা ইত্যাদি। সাধারণতঃ শেষের ছয়খানা কিতাবকে সিহাহ্সিত্তা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ছয়খানা সহী কিতাব। ইহার অর্থ এই নয় যে, এই ছয়খানা কিতাব ছাড়া বাকী কোন কিতাবে সহী হাদীস নাই। কিংবা এই ছয়খানা কিতাবের মধ্যে সমস্ত হাদীস সহী। বর্তমানে কিন্তু কিছু মানুষ একটি ভুল ধারণার মধ্যে রহিয়াছে যে, এই ছয়খানা কিতাব ছাড়া বাকী কিতাবগুলির সমস্ত হাদীস যঈফ। আসল কথা হইল যে, এই ছয়খানা কিতাবের মধ্যে তুলনামূলক সহী হাদীসের সংখ্যা বেশি। অন্যথায় বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সমস্ত কিতাবের মধ্যে সহী হাদীস যেমন রহিয়াছে, তেমন যঈফ হাদীসও রহিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'সহীহুল বিহারী'। এই কিতাবখানার আসল নাম 'জামেউর রেজবী'। ইহা একখানা হাদীসের কিতাব। যাহার মধ্যে রহিয়াছে নয় হাজার দুই শত সাতাশি (৯২৮৭) টি হাদীস। সুন্নী জগতে কিতাবখানা এক অদ্বিতীয়। হানাফী মাযহাবের সপক্ষে শতশত হাদীস পাইবেন এই কিতাবখানার মধ্যে। প্রতিটি মাদ্রাসায় মিশকাতের পরিবর্তে কিংবা মিশকাতের পাশাপাশি 'জামেউর রেজবী' পড়াইবার একান্ত প্রয়োজন। কিতাবখানার লেখক আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি ছিলেন মুজাদ্দিদে জামানা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর খলীফা।

ইমাম আবু হানীফার কিতাবুল আসার

ইমাম আবু হানীফা তাঁহার কিতাবগুলিতে সত্তর হাজারের বেশি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে 'কিতাবুল আসার' কে সংকলন করিয়াছেন। সাধারণতঃ 'আসার' বলা হইয়া থাকে সেই হাদীসকে যাহা তাবেঈনদের নিকট থেকে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় যাহা সাহাবায় কিরামদের নিকট থেকে বর্ণিত হইয়াছে সেই (মাওকূফ) এবং সর্বোপরি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে সেই (মারফু) হাদীসকেও আসার বলা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফার 'কিতাবুল আসার' অনেকগুলি রহিয়াছে যেগুলি তাঁহার বড় বড় শাগরিদগন লিখিয়াছেন। যেমন -

(ক) ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আসার

(খ) ইমাম মোহাম্মাদের কিতাবুল আসার

(গ) হজরত হাম্মাদের কিতাবুল আসার

(ঘ) হাফ্স ইবনো গিয়াসের কিতাবুল আসার

(ঙ) ইমাম যাফরের কিতাবুল আসার

(চ) হাসান ইবনো যিয়াদের কিতাবুল আসার

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবগুলির মধ্যে যত হাদীস রহিয়াছে সবই আবু হানীফার থেকে বর্ণিত।

মোসনাদে ইমাম আ'যম

ইমাম আবু হানীফা তাঁহার শাগরিদগনকে পড়াইবার সময়ে এবং ফিকহের মসলাগুলি বলিবার সময়ে দলীল স্বরূপ সনদসহ যে সমস্ত হাদীস বলিয়া ছিলেন সেগুলি পরবর্তীকালে তাঁহার শাগরিদগন অথবা তাঁহার পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগন একত্রিত করিয়া মোসনাদ নাম দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত মোসনাদের সমস্ত হাদীস ইমাম আবু হানীফারই হাদীস। নিম্নে মোসনাদগুলির নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে -

১। ইমাম হাম্মাদ ইবনো আবু হানীফার - মোসনাদুল ইমাম

২। ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকূব ইবনো ইবরাহীমের মোসনাদল ইমাম

৩। ইমাম মোহাম্মাদের মোসনাদুল ইমাম

৪। ইমাম হাসান ইবনো যিয়াদের মোসনাদুল ইমাম

৫। হাফিজ আবু মোহাম্মাদ ইবনো ইয়াকূব হারিস বোখারীর মোসনাদুল ইমাম

৬। হাফিজ আবুল কাসেম ত্বালহার মোসনাদুল ইমাম

৭। হাফিজ আবুল হোসাইন মোহাম্মাদ ইবনো মাজহার ইবনো মূসার মোসনাদুল ইমাম

৮। হাফিজ আবু নাঈসী আহমাদ ইবনো আব্দুল্লাহ ইস্পেহানীর মোসনাদুল ইমাম

৯। আবু বাকার মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল বাকী আনসারীর মোসনাদুল ইমাম

১০। হাফিজ আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ জারজানীর মোসনাদুল ইমাম

১১। হাফিজ উমার ইবনো হাসানের মোসনাদুল ইমাম

১২। হাফিজ আবু বাকার আহমাদ ইবনো মোহাম্মাদ ইবনো খালিদের মোসনাদুল ইমাম

১৩। হাফিজ আবু আব্দুলাহ হুসাইন ইবনো মোহাম্মাদ বলখীর মোসনাদুল ইমাম

১৪। হাফিজ আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ সায়াদীর মোসনাদুল

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুসানাদে ইমাম আ'যম এর বঙ্গানুবাদ

ইমাম

১৫। হাফিজ আব্দুল্লাহ ইবনো মুখাল্লাদ বাগদাদীর মোসনাদুল ইমাম

১৬। হাফিজ আবুল হাসান আলা ইবনো উমার ইবনো আহমাদ দারু কুতনীর মোসনাদুল ইমাম

১৭। হাফিজ আবু হাফ্স উমার ইবনো আহমাদ শাহীনের মোসনাদুল ইমাম

১৮। হাফিজ আবুল খায়ের শামসুদ্দীন সাখাবীর মোসনাদুল ইমাম

১৯। হাফিজ শায়খুল হারামাইন ঈসা মালিকীর মোসনাদুল ইমাম

২০। হাফিজ আবুল ফজল মোহাম্মাদ ইবনো ত্বাহিরের মোসনাদুল ইমাম

২১। হাফিজ আবুল আব্বাস আহমাদ হামদানীর মোসনাদুল ইমাম

২২। হাফিজ আবু বাকার মোহাম্মাদ ইবনো ইবরাহীম ইস্পেহানীর মোসনাদুল ইমাম

২৩। হাফিজ আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ আনসারী হানিফীর মোসনাদুল ইমাম

২৪। হাফিজ আবুল হাসান উমার ইবনো হাসানুল আশনানীর মোসনাদুল ইমাম

২৫। হাফিজ আবুল কাসেম আলী ইবনো হাসান দামেশকীর মোসনাদুল ইমাম।

ইহা ছাড়াও আরো কয়েকখানা মোসনাদ রহিয়াছে। এই সঙ্গে আরো একটি শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি যে, আমি মাত্র কয়েকমাস পূর্বে বেরেলী শরীফে গিয়াছিলাম। সেখানে 'ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকাডেমির সভাপতি মুফতী হানীফ সাহেব কিবলার তত্ত্বাবধানে দুবাই থেকে ছাপিয়া বাহির হইতে চলিয়াছে - মোসনাদে ইমাম আ'যম। এই কিতাবটির মধ্যে থাকিবে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত তিন হাজার হাদীস।

ফকীহ ও মোহাদ্দিস এর মধ্যে পার্থক্য

যিনি ফকীহ হইবেন তাহার আসল দায়িত্ব হইল কোরয়ান ও হাদীস থেকে ইসলামী আকীদাহ ও আমলের মসলা মাসায়েল বাহির করিয়া দিয়া উম্মাতের ইসলামী জীবন যাপনের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং মুহাদ্দিসের মেন কাজ হইল কেবল হাদীস সংগ্রহ করা ও তাহা প্রচার করিয়া দেওয়া। সুতরাং ফকীহ হইবার জন্য মুহাদ্দিস হওয়া শর্ত কিন্তু মুহাদ্দিস হইবার জন্য

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ফকীহ হওয়া শর্ত নয়। ইমাম আবু হানীফা একজন ফকীহ ছিলেন এবং ইমাম বোখারী ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। ইমাম বোখারী যাহার একটি মাত্র কাজ ছিল হাদীস জমা করা। তিনি তাঁহার এই দায়িত্ব পালন করতঃ বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজারের কিছু বেশি হাদীস জমা করিয়াছেন। অথচ যাহার দায়িত্বে হাদীস জমা করা ছিল না সেই ইমাম আবু হানীফার থেকে সত্তর হাজারের বেশি হাদীস পাইয়া দুনিয়া উপকৃত হইয়াছে। এইজন্য বলিতেছি, যাহারা ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে ধারণা রাখিয়া থাকে যে, তিনি খুব কম হাদীস জানিতেন তাহাদের এই ভুল ধারণাকে সংশোধন করিয়া নেওয়া উচিত।

ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে

(ক) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারককে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হইয়া থাকে। তিনি ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে বলিয়াছেন - তাঁহার মজলিসে বড়োদের ছোট দেখিতাম। তাঁহার মজলিসে নিজেকে যতো কম দরজার দেখিতাম, অন্য কাহার মজলিসে দেখিতাম না। যদি আমার এই ভয় না হইতো যে, মানুষ আমাকে বলিবে যে, আমি বাড়াবাড়ি করিতেছি, তাহা হইলে আমি বলিতাম - আবু হানীফার থেকে কেহ বড় নাই। তোমরা খবরদার! আবু হানীফার কথাকে আবু হানীফার কথা বলিও না, বরং বলো - তাঁহার কথা হইল হাদীসের তাফসীর, যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে প্রমাণিত, তিনি তাহাই বলিতেন। কোন্ হাদীসের প্রতি আমল করা হইবে এবং কোন্ হাদীসের প্রতি আমল করা হইবে না, এই বিষয়ে তিনি ছিলেন মহা পণ্ডিত। তিনি হইলেন আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন।

(খ) হজরত সুফিয়ান ইবনো উয়াইনিয়া বলিয়াছেন - আবু হানীফা তাঁহার যুগের সবচাইতে বড় আলেম। আমার চক্ষুদ্বয় তাঁহার নযীর দেখে নাই।

(গ) ইমাম শাফয়ী ইমাম মালিককে ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন - সুবহানাল্লাহ! তিনি হইলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তি। আমি তাঁহার নযীর দেখি নাই।

(ঘ) ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন - দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষি।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

(ঙ) ইমাম বোখারীর উস্তাদ মাককী ইবনো ইবরাহীম বলিয়াছেন - ইমাম আবু হানীফা তাঁহার যুগে সব চাইতে বড় আলেম ছিলেন।

(চ) আলী ইবনো হাশিম বলিয়াছেন - আবু হানীফা ছিলেন ইল্মের ভাণ্ডার। বড়োদের নিকটে যে সমস্ত মসলা কঠিন হইতো সেগুলি তাঁহার কাছে সহজ হইতো।

(ছ) ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল হইলে ইমাম শো'বা বলিয়াছেন - কূফাবাসীদের নিকট থেকে ইল্মের নূর নিভিয়া গিয়াছে।

(জ) ইমাম যাফর বলিয়াছেন - ইমাম আবু হানীফা যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইতো তাঁহাকে তালকীন (শিক্ষা প্রদান) করিতেছেন।

(ঝ) ইমাম ইয়াহ ইয়া ইবনো মুঈন বলিয়াছেন - যখন মানুষ ইমাম আবু হানীফার মুর্তবা ধরিতে না পারিয়াছে তখন তাঁহার প্রতি হিংসা করিয়াছে।

(ঞ) ইমাম আবু ইউসুফ বলিয়াছেন - হাদীসের অর্থ ও সূক্ষ্ম তথ্য ইমাম আবু হানীফার থেকে বেশি বুঝদার কাহার দেখি নাই। আমি তাঁহার জন্য আমার পিতার থেকে আগে দুয়া করিয়া থাকি।

এ পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম তাঁহাদের মতো আলেম বর্তমান বিশ্বে একজন নাই। এইবার ইমাম আবু হানীফা কোন্ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তাহা অবশ্যই চিন্তা করিবার বিষয়!

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ

www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রশ্নোত্তরে

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী

প্রশ্ন — (১) ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী (রাহিমা হুমাল্লাহ) কি একই যুগের মানুষ ছিলেন ? ইহাদের বংশ পরিচয় কি ?

উত্তর — ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুব কাছাকাছির মানুষ ছিলেন । তাঁহার জন্ম সন সম্পর্কে একাধিক উক্তি রহিয়াছে । প্রথম উক্তিতে বলা হইয়াছে , তাঁহার জন্ম আশি হিজরীতে । দ্বিতীয় উক্তিতে বলা হইয়াছে , তাঁহার জন্ম সত্তর হিজরীতে । তৃতীয় উক্তিতে বলা হইয়াছে , তাঁহার জন্ম একষট্টি হিজরীতে । অধিকাংশের নিকট তৃতীয় উক্তটি অগ্রাহ্য । অধিকাংশের কাছে প্রথম উক্তিটি গ্রাহ্য । দ্বিতীয় অভিমতের উপর অনেকেই রহিয়াছেন । কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা দেড়শত হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই ।

ইমাম আবু হানীফার আসল নাম হইল নোমান । তাঁহার পিতার নাম সাবিত ও দাদার নাম জ্যোতী । জ্যোতী ছিলেন বংশ সুত্রে পারসী । একটি বর্ননায় বলা হইয়াছে , জ্যোতির ইসলাম গ্রহনের পর তাহার নাম হইয়াছিল নোমান । তিনি ইরাকের আম্বার নামক শহরে বসবাস করিতেন । কেহ বলিয়াছেন তিনি বাবিল শহরের অধিবাসী ছিলেন । এইগুলি সবই হইল পারস্যের এলাকা । যেহেতু জ্যোতী ইরাকের কুফাতে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে শেষ জীবন পর্যন্ত বসবাস করিয়াছিলেন । এই কারনে তাহাকে কুফীও বলা হইয়া থাকে । জ্যোতী ইসলাম গ্রহনের পরে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর খাস সঙগীদের অন্তরভুক্ত হইয়াছিলেন । এই সময়ে ইমাম আবু হানীফার পিতা সাবিতও জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন । দাদা নোমান তাঁহার পুত্র সাবিতকে লইয়া হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে দুয়ার জন্য হাজির হইয়া ছিলেন । এই সময়ে সাবিতের বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসর । হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হজরত সাবিত ও তাঁহার বংশের জন্য দুয়া করিয়াছিলেন । এই দুয়ার সুত্রপাত হইয়াছিল হজরত ইমাম আবু হানীফার থেকে ।

ইমাম বোখারীর নাম মোহাম্মাদ । পিতার নাম ইসমাইল, দাদার নাম ইবরাহীম,

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

পরদাদার নাম মুগীরাহ । ইমাম বোখারী ১৯৪ হিজরী , তেরই শাওয়াল জুময়ার দিন জুময়ার নামাজের পরে বোখারা দেশে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন । অবশ্য কোনো কিতাবে বলা হইয়াছে তাঁহার জন্ম ২০৪ হিজরীতে হইয়াছে । তিনি বারো দিন কম বাষট্টি বৎসর বয়স পাইয়া ২৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন ।

ইমাম বোখারীর পরদাদার পূর্ব পুরুষগন অগ্নীপূজক ছিলেন । তঁহার পরদাদা মুগীরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন করিয়াছিলেন । যেহেতু তিনি বোখারা শহরের মানুষ ছিলেন , এই জন্য তাঁহাকে ইমাম বোখারী এবং তাঁহার কিতাবকে বোখারী শরীফ বলা হইয়া থাকে । অন্যথায় বোখারী শরীফের আসল নাম হইল আল জামিউল মুসনাদুস্ সহীহুল মুখতাসারু মিন উমুরি রসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সুনানিহী অ আইয়া মিহি । তাঁহার উপাধী ছিলো আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস । তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ।

প্রশ্ন — (২) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী দ্বীন ইসলামের কে কি খিদমাত করিয়াছেন ?

উত্তর — ইমাম আবু হানীফার পর থেকে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত দ্বীনের উপরে তাঁহার খিদমতের সহিত কাহারো খিদমাতের তুলনা কর যায় না । মানুষের মেরুদন্ড মজবুত না হইলে মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেনা । দ্বীনের মেরুদন্ড হইল ইল্মে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্র । এই ফিকাহ শাস্ত্রকে তিনি হিমালয় পর্বত অপেক্ষা মজবুত করিয়া দিয়াছেন । যাহাদের কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব নাই তাহারা হইল দ্বীনের দিক দিয়া দুর্বলের দুর্বল । ইমাম আবু হানীফা ইল্মে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের উপর খিদমাত করিয়াছেন ।

ইমাম বোখারী ইল্মে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের উপর খিদমাত করিয়াছেন । তাঁহার কিতাব যথাস্থানে খুবই বড় । তাই বলিয়া হাদীস শাস্ত্রেও ইমাম আবু হানীফার খিদমাত ইমাম বোখারীর থেকে কোনো অংশে কম নয় বরং বহু গুনে বেশি । অবশ্য একথা সহজে সবাই মানিয়া নিতে পারিবেনা ।

প্রশ্ন — (৩) ইমাম আবু হানীফা তো ফিকাহ শাস্ত্রের দায়িত্ব নিয়া ইল্মে ফিকাহ এর উপরে খিদমাত করিয়াছেন । ইমাম বোখারী হাদীস শাস্ত্রের দায়িত্ব নিয়া ইল্মে হাদীসের উপর খিদমাত করিয়াছেন । ইল্মে হাদীসের উপর ইমাম বোখারী অপেক্ষা ইমাম আবু হানীফার খিদমাত বহু গুনে বেশি ছিল, ইহা কেমন করিয়া

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সম্ভব ? হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বোখারীর শায়েখদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার আশি (১০৮০) জন । ইমাম আবু হানীফার শায়েখদের সংখ্যা ছিলো কত ? শোনা গিয়া থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন ।

উত্তর — ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন বলা নিছকই শয়তানী কথা । বর্তমানে এই শয়তানী কথার প্রচারে রহিয়াছে ওহাবী-তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় । ইহারা হইল ইমাম আবু হানীফার চরম ও পরম শত্রু । এই শয়তানের দল ইমাম বোখারীর আড়ালে ইমাম আবু হানীফার দিকে কাদা ছুড়িয়া থাকে । লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ ।

ইল্মে হাদীসে ইমাম বোখারীর শায়েখ বা উস্তাদদিগের সংখ্যা হইল এক হাজার আশি । ইহাদের কোন শায়েখ না সাহাবীয়ে রাসুল ছিলেন , না তাবেয়ী। ইমাম আবু হানীফার শায়েখ দিগের সংখ্যা ছিল চার হাজাব । ইহাদের মধ্যে প্রথম সারির শায়েখগন ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম ! কোথায় হাজার আশি আর কোথায় চার হাজার । চাই ফিকাহ শাস্ত্রে হউক অথবা হাদীস শাস্ত্রে হউক , একমাত্র ইমাম আবু হানীফা ব্যতিত কোন ইমাম সাহাবায়ে কিরামদিগের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন না । সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাবেয়ী । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিনটি যুগকে উত্তম বলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র যুগ, তারপর সাহাবায়ে কিরামের যুগ, তারপর তাবেয়ীনদের যুগ । কোথায় ইমাম আবু হানীফা আর কোথায় ইমাম বোখারী !

ইমাম অবু হানীফার নিকট ইল্মে হাদীসের যে সম্পদ ছিলো সেই সম্পদ ইমাম বোখারী কোথায় পাইবেন ! ইমাম আবু হানীফা সরাসরি সাহাবায়ে কিরামদিগের নিকট থেকে হাদীস বর্ননা করিয়াছেন । নিশ্চয় এই ময়দানে ইমাম বোখারীর মুখ দেখা যাইবে না । ইমাম আবু হানীফা সাহাবায়ে কিরামদিগের নিকট থেকে যে হাদীসগুলি বর্ননা করিয়াছেন সে গুলিকে বলা হইয়া থাকে — **আহদিয়াত** । ইমাম আবু হানিফা তাবেয়ীনদের থেকে যে হাদীসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন সে গুলিকে বলা হইয়া থাকে — **সুনাইয়াত** । ইমাম আবু হানীফা তাবে-তাবেয়ীনদের নিকট থেকে যে হাদীসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন সেই হাদীসগুলিকে বলা হইয়া থাকে — **সুলাসিয়াত** । ইমাম আবু হানীফার আহাদীয়াতের সংখ্যা ছিলো **ষোলটি** এবং সুনাইয়াতের সংখ্যা ছিলো প্রায় **দুহ হাজার** । আর সুলাসিয়াতের সংখ্যা ছিলো

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

চার হাজার । আহাদীয়াত, সুনাইয়াত ও সুলাসিয়াত; এই গুলি ইমাম আবু হানীফা বর্ননা করিয়াছেন । অন্যথায় তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন ।

প্রকাশ থাকে যে সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ হাদীস হইল আহাদিয়াত, তারপর সুনাইয়াত এবং তারপর সুলাসিয়াত । প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস ইমাম বোখারীর হাদীস ভাণ্ডারে আসে নাই । তৃতীয় প্রকারের হাদীস বোখারী ভাণ্ডারে মাত্র বাইশটি জমা হইয়াছে । আবার এই বাইশটির মধ্যে কুড়িটি ইমাম বোখারী তাঁহার হানাফী উস্তাদদিগের নিকট থেকে ধার নিয়াছেন । বর্তমানে যে সমস্ত ওহাবী নামধারী আহলে হাদীস শয়তান ইমাম আবু হানীফাকে কলঙ্ক করিবার জন্য বলিতেছে যে, তিনি কেবল মাত্র সতেরোটি হাদীস জানিতেন; তাহাদিগকে তাওবা করিবার দাওয়াত দিয়া বলিতেছি, বর্তমানে আহলে সুন্নাতের ইল্মের শহর ও নগর হইল বেরেলী শরীফ ও আযমগড়ের মুবারাকপুরের মাদ্রাসা আল জামীয়াতুল আশরাফীয়া । এই দুর দেশে সফর করিয়া যাইতে হইবেনা । আমার মত একজন ইল্মের কাঙ্গালের দুয়ারে আসিলে ইমাম আবু হানীকার থেকে বর্নিত হাজারের অধিক হাদীস দেখাইয়া দিতে পারিবো ইনশা আল্লাহ ।

প্রশ্ন — (৪) ইমাম বোখারীর বোখারী শরীফ হইল একটি জগত বিখ্যাত কিতাব, যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি । কিন্তু ইমাম আবু হানীফার কোন কিতাব দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?

উত্তর — আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইল্মে হাদীসের উপর ইমাম বোখারীর খিদমাত বহু বড় । কিন্তু ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে ইমাম বোখারীর খিদমাত হারাইয়া যাইবে । সূর্যের কিরনের কাছে যেমন প্রদীপের শিখা ম্লান, তেমন ইমাম আবু হানীফার হাদীসের খিদমাতের কাছে ইমাম বোখারীর খিদমাত ম্লান ।

ইল্মে হাদীসে ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়াতে যত ইমাম আসিয়াছেন তাঁহাদের সবার ইমাম হইলেন আবু হানীফা । তিনি কেবল মাত্র ইল্মে ফিকাহতে সমস্ত ইমামদের ইমাম ছিলেন না, বরং তিনি যেমন ছিলেন **ইমামুল আইম্মা ফিল ফিকাহ** তেমন তিনি ছিলেন **ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস**। অর্থাত ইমাম আবু হানীফা যেমন ফিকাহ শাস্ত্রে সমস্ত ইমামদিগের ইমাম ছিলেন তেমনি তিনি হাদীস শাস্ত্রেও সমস্ত ইমামদিগের ইমাম ছিলেন ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

যেহেতু ইমাম আবু হানীফার যুগে ব্যাপক লেখালিখি ছিলনা । এই জন্য তাঁহার হস্ত লিখিত কাজ কম হইয়াছে । পরবর্তীতে তাঁহার বড়বড় শাগরিদগন লেখা লিখি কাজ ব্যাপক করিয়াছেন । দ্বিতীয় হইল তিনি ইল্মে ফিকাহের দায়িত্ব নিয়া ছিলেন, এই জন্য তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন । তাঁহার ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবগুলি হইল - জামে সাগীর, জামে কাবীর, সীয়রে সাগীর, সীয়ারে কবীর, মাবসুত ও যিয়াদাত । ইমাম মোহাম্মাদ হইলেন ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শিষ্য । এই কিতাব গুলির সমস্ত উক্তি হইল ইমাম আবু হানীফার । অনুরুপ বহু হাদীসের কিতাব রহিয়াছে, যেগুলির সমস্ত হাদীসগুলি ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্নিত । সুতরাং সেই কিতাবগুলি সবই হইল ইমাম আবু হানিফার কিতাব । এই কিতাবগুলি **মুসনাদে ইমাম আযম** নামে পরিচিত । ইমাম আবু হানীফার এইরূপ মুসনাদ ১৫/২০ খানার বেশি রহিয়াছে । (১) **মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম আবু ইউসুফ** (২) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম ইবনো হাসান (৩) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম হাম্মাদ ইবনো হানীফা (৪) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন হাসান ইবনো যিয়াদ (৫) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইবনো মুসনাদে আবু নাঈম আহমাদ ইবনো আব্দুল্লাহ ইসপেহানী (৬) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন আবিল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনো মোহাম্মাদ ইয়াকুব হারিসী (৭) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম আবুল কাসেম ত্বলহা ইবনো মোহাম্মাদ জাফব (৮) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম আব্দুল বাকী আনসারী (৯) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন হাফিজ উমার ইবনো হাসান সান্নানী (১০) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন মোহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইত্যাদি ।

বোখারী শরীফের মোট হদীসের সংখ্যা হল নয় হাজার বিরাশি এবং একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে, এইরূপ হাদীসগুলি বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা হইবে দুই হাজার সাত শত একষট্টি । এইবার ইমাম আবু হানীফার সুত্রে কত হাদীস বর্নিত হইয়াছে সে সম্পর্কে উলামায়ে ইসলামের জবানে শুনিয়া নোট করিয়া নিন - **ইমাম খাওয়ারিযমি** যিনি পনেরটি মুসনাদকে একত্রিত করিয়াছেন তাহাতে এক হাজার সাত শত (১৭০০) হাদীস রহিয়াছে । মুসনাদে ইবনো আকদাহ এর মধ্যে এক হাজার হাদীস রহিয়াছে । কিতাবুল আসাব এর মধ্যে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

রহিয়াছে চার হাজার হাদীস (৪০০০) হাদীস । জামিউল মাসানিদ এর মধ্যে এক হাজার ছয় সত ষোলটি (১৬১৬) হাদীস রহিয়াছে । ইমাম মোহাম্মাদের আসার এর মধ্যে নয় শত ষোলটি (৯১৬) হাদীস রহিয়াছে । ইমাম ইবনো জিয়াদের আসাব এর মধ্যে চার হাজার (৪০০০) হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বলিয়াছেন - আমার নিকট সত্তর হাজার (৭০০০০) হাদীস রহিয়াছে যেগুলি ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্নিত । এই প্রকারে সারা দুনিয়াতে ইমাম আবু হানীফার বর্নিত হাদীসের সংখ্যা আশি হাজারেরও (৮০০০০) বেশি রহিয়াছে । কোথায় ইমাম আবু হানীফা আর কোথায় ইমাম বোখারী ! এইবার চিন্তা করিয়া বলুন, যাহারা একজন মহান ইমামকে কলঙ্ক করিবার উদ্দশ্যে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরোটি হাদীস জানিতেন তাহারা সঠিক অর্থে মুসলমান, না শয়তানের শিষ্য ?

বোখাখী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার যেকোন হাদীসের কিতাব খুলিলে প্রায় পাতায় পাতায় হজরত আবু হোরায়রা রাদী আল্লাহু আনহুর নাম পাওয়া যায় কিন্তু হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর নাম পাওয়া মুশকিল হইয়া যায় । জানিনা এই স্থানে শয়তানের শিষ্যদের রায় কি হইবে ? হজরত আবু হোরায়রা কি হজরত আবু বাকার সিদ্দিক এর থেকে হাদীস বেশি জানিতেন ? কখনই না । কিন্তু তাঁহার থেকে হাদীস কম বর্নিত হইবার কারন হইলো যে, তিনি খিলাফাতের দায়িত্বে থাকিবার কারনে হাদীস বর্ননা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন না ।

প্রশ্ন — (৫) আমাদের দেশে ওহাবী লা মাযহাবী, তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন। ইহা কি কেবল তাহাদের মুখের কথা, না কোনো কিতাবে এইরূপ কথা লেখা রহিয়াছে?

উত্তর— কুরয়ান শরীফে মোট একশত চৌদ্দটি সুরাহ রহিয়াছে। এখন যদি ভুল বশতঃ কোনো কিতাবে লেখা হইয়া যায় যে, কুরয়ান শরীফে মোট চৌদ্দটি সুরাহ রহিয়াছে, তাহা হইলে কি তাহাই মানিয়া নিতে হইবে, না তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে! ইহা মানিয়া নেওয়া হইবে বোকামী এবং ইহা প্রচার করা হইবে আরো বোকামী। কারণ, কুরয়ান পাক যখন সবার সামনে মৌজুদ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

রহিয়াছে সেখানে কাহারো ভুল কথা মানিয়া নেওয়া হইবে কেন? অবশ্য যাহারা নও মুসলিম অথবা যাহারা নাদানের নাদান, তাহারা এই ভুল কথার পিছনে পড়িয়া যাইবে।

ইমাম বোখারীর মতো একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস হইতেছেন হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার শাগরিদের শাগারিদ । ইল্মে হাদীসের উপর যে ইমাম বোখারীর খিদমাত হইল ইমাম আবু হানীফার খিদমাতের তুলনায় অতিনগন্য, ইমাম আবু হানীফার পর থেকে এ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় কোনো মুহাদ্দিসের দাবী নাই যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে তাঁহার বেশি হাদীস জানা ছিলো; তাহাহইলে ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন বলিয়া প্রচার করাকে বোকামী বলা হইবে, না বেঈমানী বলা হইবে , না নাদানী বলা হইবে? ইমাম আবু হানীফার বড় বড় সাগরিদদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তন্মমধ্যে এক হাজার শাগরিদ ছিলেন যুগের জগত বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস। এই তিন হাজার শাগরিদ কি ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে মাত্র সতেরটি হাদীস পড়া শোনা করিতেন! লা-হাউলা অলা কুয়া ইল্লা বিল্লাহ! অনুরূপ ইমাম আবু হানীফার উস্তাদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। এই চার হাজর উস্তাদের নিকট থেকে কি কেবল সতেরটি হাদীস সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। একজনের নিকট থেকে একটি করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিলে তো চার হাজার হাদীস হইবে। এইরূপ একজন উচ্চপর্যায়ের মুহাদ্দিসকে কলংক করিবার জন্য যাহারা বলিয়া থাকে যে, তিনি মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন, তাহারা নিশ্চয় শয়তানের শিষ্য।

বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনো মাজা; এই ছয় খানা কিতাব কে সিহাহ্ সিত্তাহ বলা হইয়া থাকে। এই কিতাবগুলির মধ্যে ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ, শাগরিদ ও প্রসংশাকারীদিগকে যদি বাদ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সিহাহ সিত্তার মধ্যে হাদীস পাওয়া যাইবেনা। হাদীসের কিতাবগুলির সমস্ত পাতা সাদা হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কথা কি সাধারন মানুষকে বুঝানো সম্ভব!

অবশ্য 'মুকাদ্দামায় ইবনো খাল্লেদূন' এর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে মোট সতেরটি হাদীস বর্ণিত ছিলো। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা ইবনো খাল্লেদুন একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তাঁহার কিতাবের মধ্যে

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এই ধরনের একটি ভুল কথা কি প্রকারে লেখা হইয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে উলামায় কিরাম আশ্চর্য হইয়াছেন। তবে উলামায় কিরামগন ইহার জবাব দিয়াছেন যে, আসলে তিনি এই ধরনের ভুল কখনোই করেন নাই, বরং পরবর্তীকালে কেহ ভুল করিয়া অথবা ইচ্ছাকৃত শব্দ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। কারণ, আল্লামা খাল্লেদুন যে যুগে কিতাব লিখিয়াছেন সেই সময়ে না ছাপা খানা ছিলো, না প্রিন্টিং প্রেস। বরং কলমী পান্ডুলিপি হইতো। পরে সেই পান্ডুলিপি থেকে নকল করা হইয়াছে। এই নকল করাতে ভুল হইয়া গিয়াছে। চাই ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক। আসল কথা হইল যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের কিতাবগুলির সংখ্যা হইল সতেরটি। এই কিতাবগুলি 'মোসনাদ' বলা হইয়া থাকে। ইবনো খাল্লেদুন হয় তিনি লিখিয়াছেন-ইমাম আবু হানীফার থেকে সতেরটি মোসনাদ (অর্থাৎ হাদীসের কিতাব) বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তীতে ভুল করিয়া অথবা ইচ্ছাকৃত এই 'মোসনাদ' শব্দের পরিবর্তে 'হাদীস' শব্দ অথবা 'রেওয়ায়েত' শব্দ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার ইহাও হইতে পারে যে, ইবনো খাল্লেদুন লিখিয়াছেন-ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সতের শত। কারণ, ইমাম আবু হানীফার একটি মোসনাদের মধ্যে সতের শত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পররর্তীতে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্চাকৃত ভাবে 'শত' শব্দটি ছাড়িয়া গিয়া কেবল 'সতের' শব্দটি থাকিয়া গিয়াছে। সূতরাং আল্লামা ইবনো খাল্লেদূনের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া -'ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন' বলিয়া ঢোলে বাড়ি দেওয়া হইবে বেঈমানদের কাজ। সারা পশ্চিম বাংলার ওহাবী-তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে চ্যালেনজ করিয়া বলিতেছি, আমি ইমাম আ'যম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত সতের শত হাদীস দেখাইয়া দিবো ইনশা আল্লাহ। ইহার পরেও যদি কেহ 'সতের' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, তবে সে নিজে নিজেকে বিচার করিয়া নিবে যে, সে কি? মুসলমান, না শয়তান?

প্রশ্ন — (৬) ইমাম আবু হানীফা যখন হাজার হাজার হাদীসের হাফিজ ছিলেন, তখন ইমাম বোখারী তাঁহার সূত্রে একটিও হাদীস বোখারী শরীফের মধ্যে গ্রহন করেন নাই কেন?

উত্তর — ইমাম আবু হানীফার থেকে ইমাম বোখারীর হাদীস গ্রহন না করিবার কারন কখনোই এই নয় যে, ইমাম আবু হানীফা কোনো উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ছিলেন না অথবা তাঁহার সনদ বা সুত্রের হাদীস হইল যঈফ অথবা ইমাম বোখারীর নজরে ইমাম আবু হানীফার কোনো মর্যাদাই ছিলো না। যাহারা এই প্রকার ধারনা রাখিয়া থাকে, তাহারা হইল মুর্খের মুর্খ। কারণ, ইমাম মোসলেম হইলেন ইমাম বোখারীর শাগরিদ। তিনি ইমাম বোখারীর সূত্রে মোসলিম শরীফের মধ্যে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি ইমাম মোসলিমের নিকটে ইমাম বোখারী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। সারা দুনিয়া যে বোখারীর ডাংকা বাজাইতেছে সেই বোখারীর একটি হাদীস ইমাম মোসলিম গ্রহন করিলেন না কেন?

ইমাম বোখারী শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন অথবা শাফয়ী মাযহাব মুখি ছিলেন। এবং ইমাম বোখারী ইমাম শাফয়ীকে একজন ইমাম ও মুহাদ্দিস বলিয়া মানিতেন, অথচ তিনি বোখারী শরীফের মধ্যে ইমাম শাফয়ীর সূত্রে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি ইমাম বোখারী ইমাম শাফয়ীকে হাদীসে দুর্বল বলিয়া জানিতেন? অনুরূপ ইমাম নাসায়ী ইমাম বোখারীর শাগরিদ ছিলেন, কিন্তু তিনি নাসায়ী শরীফের. মধ্যে ইমাম বোখারীর সুত্রে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি তাঁহার কাছে ইমাম বোখারীর হাদীস দুর্বল ছিল ? কোন ওহাবী-লা মাযহাবীর নিকট ইহার জবাব রহিয়াছে ?

তবে ইমাম বোখারী নিজের দ্বীনদারী ও পরহিজগারী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফার সূত্র থেকে কেন হাদীস গ্রহন করেন নাই। যেমন ইমাম বোখারী বলিয়াছেন- আমি আমার সহী বোখারীর মধ্যে একমাত্র তাহাদের থেকে হাদীস নিয়াছি, যাহাদের অভিমত ইহাই যে, ঈমান হইল কথা ও কাজ উভয়ের নাম। আর যাহারা বলিয়া থাকেন যে, ঈমান হইল কেবল বিশ্বাসের নাম। আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। আমি বোখারীর মধ্যে তাহাদের হাদীস গ্রহন করিনাই। মোটকথা, ইমাম আবু হানীফার সহিত ইমাম বোখারীর একটি ইল্মী মসলায় দ্বিমত থাকিবার কারনে তাঁহার থেকে হাদীস গ্রহন করেন নাই। মতভেদটি হইল ইহাই-ইমাম আবু হানীফার নিকটে ঈমান হইল কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। ইমাম বোখারীর নিকটে ঈমান কম ও বেশি হইয়া থাকে। এই মৌলিক মতভেদের কারণে ইমাম বোখারী ইমাম আবু হানীফার সূত্র থেকে হাদীস গ্রহন করেন নাই। এই আসল রহস্য বুঝিবার বোধ যাহাদের মধ্যে নাই, তাহারা ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে গোমরাহ হইয়াছে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রশ্ন — (৭) আমাদের দেশের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলিয়া থাকে যে, কুরয়ানের পরে সর্বাধিক সহী কিতাব হইল বোখারী শরীফ। ইমাম বোখারী অত্যন্ত যাঁচাই করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। হানাফীদের হাদীস সবই যঈফ। এইরূপ কথা কতদুর সত্য?

উত্তব — 'কুরয়ানের' পরে বোখারীর স্থান' ইহা না কুরয়ান পাকের কথা, না ইহা হাদীস পাকের কথা । যে গোমরাহ সম্প্রদায় কথায় কথায় বলিয়া থাকে যে, আমরা হাদীস ও কুরয়ান ছাড়া কিছুই মানিয়া থাকিনা, তাহারা কেমন করিয়া এই কথা মানিয়া থাকে! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

উলামায় কিরাম দিগের একাংশ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আবার একাংশ আলেম ইমাম মালিকের 'মুয়াওা' সম্পর্কেও এই রূপ কথা বলিয়াছেন। আবার একাংশ আলেম মোসলেম শরীফ সম্পর্কেও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মোটকথা, উলামায় কিরাম এক একটি কিতাবের বৈশিষ্টের উপরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

'বোখারী শরীফ সর্বাধিক সহী' ইহার অর্থ এই নয় যে, বোখারীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাদীস সহী। যাহারা বোখারী শরীফের সমস্ত হাদীসকে সহী বলিয়া থাকে তাহারা গোমরাহ। বোখারীর মধ্যে অনেক হাদীস যঈফ রহিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য কিতাবের তুলনায় বোখারীর মধ্যে যইফ হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। এই জন্য বলা হইয়াছে বোখারী সর্বাধিক সহী কিতাব। বোখারীর মধ্যে যে সমস্ত হাদীস যঈফ রহিয়াছে সেগুলি জানিবার জন্য 'নুজহাতুল কারী শরহে বোখারা' পাঠ করিবার প্রয়োজন ।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সমস্ত সাহাবায় কিরাম দিগের ইল্মের অয়ারিস ছিলেন। কারণ তাঁহার উস্তাদ ছিলেন ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই ইমাম শা'বী পাঁচশত সাহাবায় কিরামের যিয়ারত করিয়াছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ জন সাহাবার নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার তিনি চার হাজার তাবেঈন দিগের নিকট থেকে সারা দুনিয়ার ইল্ম হাসেল করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম শা'বী তাঁহার সমস্ত ইল্মকে ইমাম আবু হানীফাকে দিয়াছেন। এই সৌভাগ্য দ্বিতীয় কোনো ইমামের হয় নাই। কোথায় ইমাম আবু হানীফা ও কোথায় ইমাম বোখারী! কাহার সহিত কাহার তুলনা!

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকেনা। যাহার প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকে তাহাকে যাঁচাই করা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফা যাহাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের একাংশ হইলেন সাহাবায় কিরাম। আর একাংশ হইলেন তাবেঈনে ইজাম। সূতরাং সাহাবায় কিরাম ও তাবেঈনদিগকে যাঁচাই করিবার কিছু ছিলো না। ইমাম আবু হানীফা বিনা যাঁচাইয়ে বিশূদ্ধ মানুষদিগের নিকট থেকে বিশূদ্ধ হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। সূতরাং হানাফীদের হাদীস হইল সহী। ইমাম বোখারীর যুগ ছিলো যাঁচাই করিবার যুগ। তাই তিনি বিনা যাঁচাইয়ে হাদীস গ্রহন করিয়া ছিলেন না। এমনকি বহু হাদীস, যেগুলি ইমাম আবু হানীফার যুগে সহী ছিলো, সেগুলি ইমাম বোখারীর যূগে বর্ণনাকারীদের ভিন্ন অবস্থার কারনে যঈফ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হানাফীদের মাথা ব্যাথা হইবার কোনো কারণ নাই। কারণ, ইমাম আবু হানীফা তো সঠিক সূত্রে সঠিক হাদীস গ্রহন করিয়াছেন। হানাফীগন! আমার এই কথা যদি বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তবে গোমরাহ লা-মাযাহাবী সম্প্রদায়ের গোমরাহী কথায় গোমরাহ হইয়া যাইবেন। আল্লাহ পাক বুঝিবার বোধ দিয়া থাকেন।

প্রশ্ন — (৮) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী সম্পর্কে শেষ কলম কি হইবে?

উত্তব — ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির উপরে ইমাম বোখারীর এক বিন্দু অবদান নাই। কারণ, ইমাম বোখারী দুনিয়াতে আসিবার বহুপূবে ইমাম আবু হানীফা পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বোখারীর উপরে ইমাম আবু হানীফার অনেক অবদান রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ ও শাগরিদদের শাগরিদগণ ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। মোটকথা, ইমাম আবু হানীফার ইল্ম ইমাম বোখারীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহার ঘরকে আলোকিত করিয়াছে।

ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের যুগ পাইয়াছেন, ইহা একটি বড় সৌভাগ্যের কথা। ইমাম বোখারী ইহা থেকে মাহরূম। ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। ইমাম বোখারী ইহা থেকে মাহরূম। ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের সূত্রে ষোলটি হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা হইল এক অসাধারণ সম্পদ। এই সম্পদ থেকে ইমাম বোখারী মাহরূম। কারন, বোখারী শরীফের

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মধ্যে এই হাদীস নাই।

ইমাম আবু হানীফা শতশত তাবেঈনদের সঙ্গে সাক্ষাতলাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, কেবল তাই নয়, তিনি তাঁহাদের নিকট থেকে শত শত হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে ইমাম বোখারী মাহরূম। না তিনি তাবেঈনদের যামানা পাইয়াছেন, না তাঁহাদের সূত্রে একটি হাদীস সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা প্রায় দুই হাজারের মত হাদীস এমন রাবী বা বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা ও হূজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে মাত্র দুইজন রাবী বা বর্ণনাকারী। এইরূপ হাদীস ইমাম বোখারী একটিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন 'খায়রুল কুরুন' বা উত্তম যুগের মানুষ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিনটি যূগকে 'উত্তম যুগ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম বোখারী এই উত্তম যুগ থেকে দুরে পড়িয়া ছিলেন বলিয়া বিনা যাঁচাইয়ে হাদীস সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া ছিলোনা। প্রকাশ থাকে যে, বোখারী শরীফের যে বাইশটি 'সোলাসী' হাদীসের উপরে ইমাম বোখারীর গৌরব ছিলো সেই বাইশটি হাদীসের মধ্যে ষোলটি হাদীস ইমাম আবু হানীফার শাগরিদদের থেকে সংগ্রহ করা।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজরত সালমান ফারসী রাদী আল্লাহু আনহুর গায়ে হাত রাখিয়া বলিয়াছেন-যদি ঈমান 'সুরাইয়া' নামক নক্ষত্রে থাকে, তবে ইহাদের (সালমানদের পারস্য দেশের) একদল অথবা একজন মানুষ তাহা সংগ্রহ করিবে। সারা দুনিয়া ইহাতে একমত যে, পারস্যের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেক হইলেন ইমাম আবু হানীফা। সূতরাং ইমাম আবু হানীফা হইলেন সেই ফুল, যাঁহার দিকে হুজুর পাকের ইংগিত ছিলো। অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা হইলেন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর খাস দুয়ার ফল। এই সমস্ত বিশেষত্ব ইমাম বোখারীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানীফা হইলেন ইসলামের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি বা কায়েদা ইল্মে ফিকহার বুনিয়াদ দিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় মাযহাবটি হইল ইমাম আবু হানীফার কায়েম করা মাযহাব। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলি

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হানাফী মাযহাব অবলম্বী। ইমাম বোখারীর থেকে বহু বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ। ইমাম বোখারী না কোনো মাযহাবের সতন্ত্র ইমাম ছিলেন, না তাঁহার নামে কোনো মাযহাব। পৃথিবীতে বহুদেশ রহিয়াছে হানাফী। অনুরূপ কোটি কোটি মানুষ নিজদিগকে হানাফী বলিয়া দাবী করতঃ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান বিশ্বে কোটি মানুষ নিজদিগকে হানাফী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আল্লাহু আকবার কাবীরান। পৃথিবীতে একজন মানুষ নিজেকে বোখারী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার মতো নাই। কোন মানুষ যেমনই বোখারী ভক্ত হউক না কেন, কিন্তু নিজেকে বোখারী বলিয়া পরিচয় দিবেনা।

তাফসীরে ফায়যে রব্বানী

আল হামদু লিল্লাহ ! বাংলা ভাষী সুন্নী মুসলমানদের জন্য একটি বড় আনন্দের সংবাদ বলিয়া মনে করিতেছি যে, তাফসীর ফায়যে রব্বানী প্রথম খন্ড প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এই খন্ডে রহিয়াছে মাত্র তিন পারাহ। বড় সাইজে প্রায় এগারো শত পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খন্ড খুবই শীঘ্র প্রকাশ হইবে। শেষ পর্যন্ত তাফসীরটি হইবে দশ খন্ডে সমাপ্ত। অবশ্য সমস্ত খন্ডগুলি প্রকাশের জন্য আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন।

'তাফসীরে ফায়যুর রব্বানী' এর বৈশিষ্ট —

(ক) প্রথমে থাকিবে কোরয়ান পাকের আয়াত।

(খ) আয়াত পাকের অনুবাদ।

(গ) বর্তমান আয়াতের সহিত পূর্ব আয়াতেরসম্পর্ক।

(ঘ) আয়াত পাকের শানে নুযুল বা অবতীর্নের কারন।

(ঙ) আয়াত পাকের তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

(চ) আয়াত পাকের তাফসীর থেকে উপকারিতা।

(ছ) আয়াত পাকের উপর প্রশ্নোত্তর।

(জ) সব শেষে থাকিবে - আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুস্তফায়ী শুভ সংবাদ

আইম্মায়ে আরবায়া অর্থাৎ চার জন ইমাম - ইমাম আবু হানীফা, জন্ম - আশি (৮০),হিজরী ইন্তেকাল দেড় শত হিজরী ।ইমাম মালিক, জন্ম - তিরানব্বই হিজরী (৯৩), ইন্তেকাল একশত উন আশি (১৭৯) হিজরী । ইমাম শাফয়ী, জন্ম- দেড়শত (১৫০) হিজরী, ইন্তেকাল দুইশত চার (২০৪) হিজরী । ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল, জন্ম - একশত চৌষটি (১৬৪) হিজরী, ইন্তেকাল দুইশত এক চল্লিশ (২৪১) হিজরী ।

এই চারজন হইল জগতের মহামান্য মাযহাবী ইমাম । এই চারজনের নামে চার মাযহাব চলিতেছে । বর্তমান বিশ্বে এক প্রকার সমস্ত মুসলমান চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাবের উপরে চলিয়া ইসলামী জীবন যাপন করিতেছেন। যাহারা চার মাযহাবের বাহিরে তাহারা গোমরাহ ও ছাড়া ছাগলের ন্যয় । যাইহোক, চারজন ইমামের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবু হানীফার জন্য বহু হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভ সংবাদ বর্নিত হইয়াছে ।

(ক) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে , হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - "لو كان العلم بالثريا لتناولة ناس من اهل فارس" যদি ইল্ম সুরাইয়া (নামক নক্ষত্র) তে থাকে, তাহলে পারস্যবাসীদের মধ্যে কিছু মানুষ তাহা পাড়িয়া নিবে । (মোসনাদে আহমাদ ইবনো হাম্বাল)

(খ) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে —— "والذى نفسى بيده لو كان الدين معلقا بالثريا لتناله رجل من فارس" আল্লাহর শপথ যদি দ্বীন সুরাইয়াতে লটকানো থাকে, তাহাহইলে অবশ্যই তাহা পারস্যের এক ব্যক্তি হাসেল করিয়া নিবে । (বোখারী, মোসলেম)

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - "ترفع زينة الدنيا سنة خمسين و مائة" দেড়শত হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য উঠিয়া যাইবে । (সংগৃহিত শামী প্রথম খন্ড)

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস দুনিয়ার বহু কিতাবে বর্নত হইয়াছে এবং অধিকাংশ উলামায় ইসলামের অভিমত যে, এই হাদীস গুলিতে ইমাম আবু

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হানীফার দিকে ইংগিত করা হইয়াছে ! কারণ চার ইমামের মধ্যে একমাত্র আবু হানীফাই হইলেন পারস্যবাসী ।

আর তৃতীয় হাদীস সম্পর্কে শামসুল আইম্মা কুরদী বলিয়াছেন — "اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهُ مَاتَ تِلْكَ السَّنَةَ নিশ্চয় এই হদীসটি আবু হানীফার উপরে প্রজোয্য । কারণ , তিনি উক্ত সালে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হানাফীদের জন্য শুভ সংবাদ

বর্তমনে ওহাবী সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় ও অ পপ্রচারে বহু সাধারন হানিফী বিভ্রান্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন এবং অনেকেই সরাসরি ওহাবী হইয়া গিয়াছেন। ইহা হইল তাহাদের চরম দুর্ভাগ্য । এখন আমি রদ্দুল মোহতারের মুকাদ্দামা থেকে দুর্রেমুখতারের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি- "قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا فِى الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ ف؟فَقَالَ غَفَرَلِىْ ثُمَّ قَالَ لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُعَذِّبَكَ مَاجَعَلْتُ هٰذَا الْعِلْمَ فِيْكَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَيْنَ اَبُوْيُوْسُفَ ؟ قَالَ بِدَرَجَتَيْنِ قُلْتُ فَاَبُوْحَنِيْفَةَ ؟ قَالَ هَيْهَاتَ ذَاكَ فِىْ اَعْلَى عِلِّيِّيْنَ كَيْفَ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوْءِ الْعِشَاءِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَحَجَّ خَمْسًا وَخَمْسِيْنَ حَجَّةً وَرَأَى رَبَّهُ فِىْ الْمَنَامِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَلَهَا قِصَّةٌ مَشْهُوْرَةٌ وَفِىْ حَجَّةِ الْاَخِيْرَةِ اِسْتَأْذَنَ حَجَبَةَ الْكَعْبَةِ بِالدُّخُوْلِ لَيْلًا فَقَامَ بَيْنَ الْعُمُوْدَيْنِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَلَّمَ بَكَى وَنَاجَى رَبَّهُ وَقَالَ اِلٰهِىْ مَاعَبَدَكَ هٰذَا الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ حَقَّ عِبَادَتِكَ لٰكِنْ عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ فَهَبْ نُقْصَانَ خِدْمَتِهِ لِكَمَالِ مَعْرِفَتِهِ فَهَتَفَ هَاتِفٌ مِنْ

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

جانب الْبَيْتِ يَا اَبَاحَنِيْفَةَ قَدْ عَرَفْتَنَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَ خَدَمْتَنَا فَأَحْسَنْتَ الْخِدْمَةَ قَدْ غَفَرْنَالَكَ وَلِمَنْ تَبِعَكَ مِمَّنْ كَانَ عَلٰى مَذْهَبِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

হজরত ইসমাইল ইবনো আবু রাজা বলিয়াছেন - আমি সপ্নোযোগে ইমাম মোহাম্মাদকে দেখিয়াছি, আমি তাহাকে জিজ্ঞসা করিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন , আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যদি আমি তোমাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এই ইল্ম রাখিয়া দিতাম না । অতঃপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হজরত আবু ইউসুফ কোথায় ? তিনি বলিয়াছেন — তিনি আমার দুই দারজার উপরে রহিয়াছেন । আমি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইমাম আবু হানীফা কোথায়া ? তিনি বলিয়াছেন - তাঁহার কথাইতো অনেক উচ্চাঙ্গের ! তিনিতো রহিয়াছেন সব চাইতে উচ্চাসনে । কেমন করিয়া ? নিশ্চয় তিনি চল্লিশ বৎসর ঈশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন, জীবনে পচ্ছান্নবার হজ করিয়াছেন, স্বপ্নোযোগে একশত বার আল্লাহ তায়ালাকে দর্শনলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে মাশহুর রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ হজে একরাতে ক্বাবার দরওয়ানের নিকটে কাবার মধ্যে প্রবেশ কিবার জন্য অনুমতি নিয়া প্রবেশ করতঃ দুই স্তম্ভের মাঝখানে বাম পাকে ডান পায়ের উপরে রাখিয়া কেবল ডান পায়ের উপর দাঁড়াইয়া পনের পারাহ কোরয়ান শরীফ খতম করতঃ রুকু সিজদা করতঃ এক রাকয়াত নামাজ পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় রাকয়াতে ডান পাকে বাম পায়ের উপর রাখিয়া সম্পুর্ন কোরয়ান শরীফ খতম করতঃ দ্বিতীয় রাকয়াত সমাপ্ত করিয়াছেন । তিনি সালাম ফিরাইবার পরে কাঁদিয়াছেন এবং আল্লাহর নিকটে মুনাজাত করতঃ বলিয়াছেন — ইলাহী ! এই দুর্বল বান্দা তোমার উপযুক্ত ইবাদত করিতে পারে নাই কিন্তু তোমাকে যথার্থভাবে চিনিয়াছে । তাহার এই চিনিবার কারনে অনউপযুক্ত খিদমাতকে ক্ষমা করিয়া দাও । এই সময়ে কাবার এক কোনা থেকে আওয়াজ আসিয়াছে — আবু হানীফা ! নিশ্চয় তুমি আমাকে যথার্থ চিনিয়াছো এবং উত্তম খিদমাত করিয়াছো । অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা তোমার মাযহাবে চলিবে তাহাদের ক্ষমা

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

করিয়া দিয়াছি।

আমার হানাফী ভাইগন ! আপনাদের ইমাম ও ইমামের মাযহাব সম্পর্কে তো অনেক কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, এই মাযহাব না একেবারে ঠুংকো, না ইমাম আবু হানীফা একেবারে সাধারন । আপনারা এই ইমামকে ও ইমামের মাযহাবকে ত্যাগ করিবার জন্য চিন্তা ভাবনা করিতেছেন ? হায় আফসোস ! দেখুন ! ইমাম ত্বাহাবীর জীবনী । তিনি শাফয়ী মাযহাব ত্যাগ করতঃ হানাফী হইয়া গিয়াছেন ।

ইমাম ত্বাহাবীর মাযহাব ত্যাগ

হানাফী মাযহাবের একজন জগত বিখাত ইমাম হইলেন হজরত আবু জাফর ত্বাহাবী । জন্ম ২২৯ হিজরী এবং ইন্তকাল ৩২১ হিজরী । প্রথম জীবনে শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন । তাঁহার মামা আবু ইবরাহীম ইসমাইল ইবনো ইয়াহইয়া মাযনী ছিলেন ইমাম শাফয়ীর একজন উচ্ছ পর্যায়ের শাগরিদ । ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী ইল্মে ফিকাহ হাসেল করিবার জন্য মামার শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন। কিন্তু মামার দ্বারায় তাঁহার ইল্মে ফিকহের পিপাষা নিবারন হইতে ছিলনা । তিনি গভীর ভাবে লক্ষ করিয়া ছিলেন যে, মামা ফিকহে হানাফী পড়া শুনা করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি স্বয়ং হানাফী ফিকহে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন। একদিনকার ঘটনা ইমাম ত্বাহাবী তাহার মামার নিকটে ফিকাহ পড়িতে ছিলেন। এই সময়ে একটি মাসলা সামনে আসিয়া যায়, কোন মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় মরিয়া গেলে যদি বাচ্চা জীবিত আছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইমাম আবু হানীফার নিকটে পেট কাটিয়া বাচ্চা বাহির করিতে হইবে কিন্তু ইমাম শাফয়ীর নিকটে পেট কাটা জায়েজ নয় । এই কথা শ্রবন করিয়া ইমাম ত্বাহাবী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন — মামা ! যে মাযহাবের ইমাম মানুষের প্রান বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে না তাঁহার মাযহাবে আমি থাকিব না । ইহাতে মামা ইমাম মাযনী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন — তুমি আলেম হইতে পারিবেনা । প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ত্বাহাবীর মায়ের ইন্তেকালের পরে পেট কাটিয়া তাঁহাকে বাহির করা হইয়া ছিল । যাইহোক, ইমাম ত্বাহাবী পরবর্তীকালে হানাফী মাযহাবের বহুত বড় ইমাম হইয়া ছিলেন । তিনি জীবনে অনেক কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন । তমধ্যে ত্বাহাবী শরীফ জগত বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে ।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ইমাম শাফয়ীর আদব

আইম্মায়ে আরবায়া বা চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফয়ী হইলেন তৃতীয় ইমাম। যেদিন ইমাম আবু হানীফা ইন্তেকাল করিয়াছেন সেই দিন ইমাম শাফয়ী জন্ম গ্রহন করিয়াছেন । আবশ্য ইমামে শাফয়ী মায়ের পেটে চার বৎসর অবস্থান করিয়া ছিলেন । আমার মনে হইয়া থাকে যে, ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমাম শাফয়ীর অসাধারন আদবের কারন যে, জগতের বড় ইমামের আদবে তিনি দুনিয়াতে আসিতে বিলম্ব করিয়াছেন । যাইহোক, তিনি পৃথিবীতে শুভাগমন করিবার পরে ইমাম আবু হানীফার মাযার শরীফে উপস্থিত হইতেন । কেবল উপস্থিত হইতেন না, বরং তাঁহার সামনে নিজের মাযহাবী মসলার প্রতি আমল ত্যাগ করিয়া দিতেন । যেমন তিনি নিজে বলিয়াছেন - "انى اتبرك بأبى حنيفة وأجئ الى قبره فاذاعرضت لى حاجة صليت ركعتين وسألت الله تعالى عند قبره فقضى سريعا وذكر بعض من كتب على المنهاج ان الشافعى صلى الصبح عند قبره فلم يقنت فقيل له لم؟ قال تأدبا مع صاحب هذاالقبر وزاد غيره انه لم يجهر بالبسملة"

আমি ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্কাত হাসেল করিয়া থাকি এবং তাঁহার রওযা পাকে উপস্থিত হইয়া থাকি । যখন কোন সমস্যার সম্মুখিন হইয়া থাকি তখন দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া তাঁহার কবরের নিকটে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিয়া থাকি, অতি শীঘ্র সমস্যার সমধান হইয়া থাকে । অন্য কিতাবে বলা হইয়াছে, ইমাম আবু হানীফার কবরের কাছে ফযরের নামাজ পড়িয়াছেন কিন্তু কুনূত পাঠ করেন নাই (অথচ তাঁহার মাযহাবে ফযরের নামাজে দোয়ায় কুনূত পাঠ করিবার কথা) । এ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন , এই কবর বাসীর আদব রক্ষার্থে । অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে , তিনি বিসমিল্লাহ জোরে পাঠ করেন নাই । (অথচ তাঁহার মাযহাবে বিসমিল্লাহ প্রকাশ্যে পাঠ করিবার কথা)

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com